ছেপেছেন

পুরাণ প্রেস

২১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট থেকে

শ্রীযুক্ত কালিদাস মুন্সী

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৯৫৫

প্রকাশ করেছেন

শ্রীযুক্ত বিনায়ক ভট্টাচার্য্য

২১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটের

ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিটি সোসাইটী

শ্রীমার

শ্রীচরণকমলে—

জ্বালো ধ্যানের আঁধারে তব চরণ দু'টি
আজ জ্ঞানের আলোতে কালো উঠুক ফুটি।
তামসের তমসার
কর ভোর, খোল দ্বার
নব অরুণ-সোণায় প্রাণ ভরুক মুঠি
আজ জ্ঞানের আলোতে কালো উঠুক ফুটি।

সত্যের ছোঁয়া দাও—মিথ্যারে কর দূর
নিত্যেরে কর বুকে আনন্দে ভরপূর।
চরণের বরণের
জীবনের মরণের
সব কাজ এক হোক, পড়ুক লুটি—
তুমি ধ্যানের আঁধারে জ্বালো চরণ দুটি।

প্রণত:

বিধায়ক

নাট্যকারের

আটদফা

বইখানি সম্বন্ধে আমার কয়েকটি বক্তব্য আছে—

প্রথম ঃ— কল্যাণীয় শ্রীমান বৈদ্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একান্ত অনুরোধে এ্যামেচার ক্লাবের জন্য এই নাটকখানি আমি রচনা করতে বাধ্য হই। গত বৎসর ২৯শে বৈশাখ ১৩৫০ প্রথম মঞ্চস্থ হয় রঙমহলে। দ্বিতীয় অভিনয় হয় হাওড়ায়—মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ও তদীয় সহ-ধর্ম্মিণী লেডি কেসির উপস্থিতিতে বঙ্গবাসী সিনেমায়। হাওড়ার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রদ্ধেয় রায় রাঘবেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জী বাহাদুর এই অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। তৃতীয় অভিনয় হয় রঙ্‌মহলে বন্ধুবর ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায়। নাটকখানির ক্রম-বর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা অবশেষে পাব্‌লিক বোর্ড ভাড়া পাওয়া অসম্ভব ক'রে তোলায় এর আর অভিনয় হয়নি।

দ্বিতীয় ঃ—এই নাটকখানি যখন রচিত হয় এবং প্রথম মঞ্চস্থ হয়, তখন কোলকাতায় 'নবান্ন' কিম্বা ঐ জাতীয় কোন নাটক প্রদর্শিত হয়নি, অথবা '১৩৫০' নামে কোন নাটক, উপন্যাস বা গল্পের বই বাজারে প্রকাশিত

হয়নি। বহু প্রশ্নের উত্তরে কথাটি আমাকে বাধ্য হ'য়ে জানাতে হ'ল।

তৃতীয় :— নাটকখানি ছাপবার আমার উৎসাহ ছিল না। কেননা যে বই পেশাদার রঙ্গমঞ্চের জয়টীকা ললাটে পরেনা, তাকে অ-বিক্রয়ের কলঙ্ক পশরা শিরোধার্য্য করতে হয়—এই রকম একটা মিথ্যে ধারণা আমার ছিল। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সৌখিন সম্প্রদায় সমূহের কাছ থেকে এত বেশী তাগিদপত্র আমার ও আমার পাবলিশারের কাছে এসেছে যে অবশেষে বাধ্য হ'য়ে বইখানি প্রেসে দিতে হ'ল।

চতুর্থ :— বইখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে পরম কল্যাণীয় শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালিদাস মুন্সী ও অনুজপ্রতিম শ্রীমান্ সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, তার জন্য তাঁদেরকে আমার আন্তরিক শুভ কামনা ও প্রীতি জানাই!

পঞ্চম :— বাইরে যাঁরা এই বই অভিনয় করবেন, তাঁরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন—'ঘরে-বাইরে' এই উভয় অংশেই একটি ফ্ল্যাট সিন ও একটি সেট সিনের সাহায্যে এই নাটকখানি অভিনয় করা সম্ভব। জল ঝড় এবং জলোচ্ছাসের সাউণ্ড রেকর্ড আছে এবং তা সংগ্রহ করা দুরায়াস সাধ্য নয়।

ষষ্ঠ :— মেয়ের পার্ট অভিনয় করবার লোক কম থাকলে

অভিজাত সম্প্রদায় থেকে 'মিলি' অথবা লুসিটিকে অনায়াসে বাদ দিয়ে একজনের মুখে কথা দিলে কোন ক্ষতি নেই।

সপ্তম :— যাঁরা আমাকে দিয়ে এই ধরণের একখানি নাটক লেখাতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, তাঁদের ভিতর দুজন আজ আমাদের মধ্যে নেই। একজন সুবিখ্যাত নট বিশ্বনাথ ভাদুড়ী আর একজন আমার পরমাত্মীয় সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (কাণ্টু)। আজ এই পুস্তক প্রকাশের পুণ্যক্ষণে তাঁদের পরলোকগত আত্মার প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

অষ্টম :— সর্ব্বশেষে স্মরণ করি আমার গুরু ও শ্রীমাকে, যাঁদের প্রসাদে আজও আমার নাটক লেখার সামর্থ্য অব্যাহত আছে, বিভিন্ন রুচির বিপুল দর্শকের রস-বিচারের দরবারে আজও আমার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ আছে, যাঁদের স্নেহ-স্নিগ্ধ দৃষ্টি সম্পাতে এই ক্ষত ও ক্ষতির তরঙ্গ-সঙ্কুল জীবন-সমুদ্রে আমি নির্ভয়ে পাড়ি দিয়েছি, তাঁদের চরণে প্রণাম নিবেদন ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

৩৩।১এ, বোসপাড়া লেন,
কলিকাতা।

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

চরিত্রলিপি ও তিনটি রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ

তারিণী মণ্ডল	...	ফণী রায়
শিবু	...	পশুপতি কুণ্ডু
দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী	...	জীবন মুখো, কানু বন্দ্যো,
দারোগা	...	দেবী মুখো, রামচন্দ্র চৌধুরী
মানব	...	ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
সুবিমল	...	বেচু সিংহ, শৈলেন চৌধুরী, বিভূতি গাঙ্গুলী (ফিল্ম)
রবীন	...	মণ্টু
শোভন	...	* * *
মাতাল	...	দেবী মুখো, বেচু সিংহ
মণিমোহন	...	বৈদ্যনাথ গঙ্গো, নৃপতি চট্টো.
পুলিশ	...	* * *
ঠাকুর	...	* * *
বৃদ্ধ ভিক্ষুক	...	ডাক. বিভূতি গাঙ্গুলী (ছোট)
পথচারী	...	* * *
ভিক্ষুক	...	বিভূতি গাঙ্গুলী (ছোট)
গৌরী	...	রেণুকা রায়
ললিতা	...	রাজলক্ষ্মী (বড)
শেলী		মমতা. মলিনা, বন্দনা
লুসি	...	আশাপূর্ণা
মিলি-	...	অমিতা বসু

যাঁদের নাম জানি না বলে উল্লেখ করতে পারলাম না, তাঁদের সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি।

তেরশো পঞ্চাশ

ঝড়ে

—এক—

চন্দনা নদীর ধারে ময়না গ্রামে তারিণী মণ্ডলের বাড়ী। তারিণী মণ্ডল সম্পন্ন গৃহস্থ। বাড়ীতে গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, মহিষ ইত্যাদি সবই আছে। মানুষটি একটু রগচটা, কিন্তু মনটি ভাল। দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল—দাওয়াওলা আটচালা ঘর সিমেন্ট করা বারান্দা। সমস্ত স্টেজ অন্ধকার। শুধু এখানে ওখানে মশালের আলো জ্বালিয়া লোকজন দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। চীৎকার… আর্তনাদ…অকস্মাৎ মশালধারী লোকগুলি বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।……স্তব্ধতা…বেশ বোঝা গেল বাড়ীটাতে ডাকাতের দল হানা দিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে তারিণীর গলার স্বর শোনা গেল—

নেপথ্যে তারিণী। গৌরী! গৌরী রে!

" গৌরী। আমার যে ঘরে শেকল দেওয়া বাবা!

নেপথ্যে তারিণী। তবে মর্! তুইও মর, আমিও মরি!

[খানিকক্ষণ স্তব্ধতা। মঞ্চের উপর ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিতেছে। একটু পরে বাড়ীর মধ্যে শিবু—তারিণীর পুত্র প্রবেশ করিল। সে ঢুকিয়া বলিল]

শিবু। একি! ভোর রাত্রে সদর খোলা কেন? বাইরে গেছে কে?···বাবা! গৌরী! গৌরী! বাবা! বাবা!

নেপথ্যে তারিণী। আগে দোরটা খুলে দে, তারপর ষাঁড়ের মত 'বাবা' 'বাবা' করিস্।

নেপথ্যে গৌরী। ও দাদা, আমরা বন্ধ যে! শেকল খুলে দাও!

শিবু। বন্ধ! শেকল খুলে—

[লাফাইয়া দাওয়ায় উঠিয়া গৌরীর ঘরের শেকল খুলিয়া দিতেই গৌরী বাহির হইয়া আসিল। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল]

গৌরী। ও দাদা! আমাদের বাড়ীতে ডাকাতি হয়ে গেছে দাদা!

শিবু। ডাকাতি হয়ে গেছে! সেকি রে! বাবা কোথায়?

গৌরী। ওই ঘরে।

[শিবু দৌড়িয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া পিতার বাঁধন খুলিয়া দিল। ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত তারিণী বাহির হইয়া আসিল এবং কিছুক্ষণ পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল]

তারিণী। একটা লোকও এলো না, জানলি?

শিবু। কী করে আসবে বাবা? ন'পাড়ায় সারারাত যাত্রা হয়েছে, গাঁয়ের প্রায় সব লোকই সেখানে ছিল। আমি তো সেখান থেকেই যাত্রা শুনে আসছি!

গৌরী। বাবাকে বেঁধে রাখলেও আমাকে তারা কিছু বলেনি। আমার সামনে এসে শুধু সেই কালো মুখোস পরা লোকটা বললে, "আমি তোমার গায়ে হাত দেব না, তুমি

নিজেই তোমার গয়নাগুলো খুলে দাও!" আমি একটি একটি ক'রে খুলে দিলাম।

তারিণী। (দাঁত মুখ খিঁচাইয়া) একটি একটি ক'রে খুলে দিলাম! হাজার টাকার গয়না অমনি এক কথায় খুলে দিলাম!

গৌরী। বারে! না দিলে তারা যে আমায় মারতো। (কাঁদ কাঁদ সুরে) যাত্রা শুনতে যাবো বলে মরতে গয়নাগুলো কাল সবই পরেছিলাম!

তারিণী। বেশ করেছিলে। আমার মাথা কিনেছিলে!

[গৌরী কাঁদিতে লাগিল]

শিবু। তাহ'লে আমি এখন কী করবো বাবা? থানায় যাবো?

তারিণী। দ্যাখো, ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে যদি পারো!

শিবু। এখুনি যাচ্ছি।

[ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারিণী মেয়ের দিকে চাহিয়া চেঁচাইয়া উঠিল]

তারিণী। এই ভোর বেলায় আবার ঢং ক'রে কাঁদতে বসলি কেন? টাকা গেছে আমার গেছে, তাতে তোর বাবার কী? কতই গেছে আর? দু'তিন হাজার? আর ওই বাগানের রাঙা আমগাছ তলায় আমার কত টাকা পোঁতা আছে জানিস? পাঁচ হাজার—পাঁচ হাজার টাকা। আমি কারও কেয়ার করি?

[ললিতা বৈষ্ণবী প্রবেশ করিল। বয়স ৪০-৪২ হইবে। রূপে এখনও ঔজ্জ্বল্য আছে। তবে মুখের ঝাঁঝ বেশী বলিয়া কেহ কাছে আসে না। কিন্তু তাহাতে তাহার কিছু যায় আসেও না।]

ললিতা। আমি ছিলাম গো মণ্ডল—আমি ঘরেই ছিলাম।

তারিণী। আর থেকেই বা কি লাভ হ'ল, বল ? আমার যথাসর্ব্বস্ব তো গেল !

ললিতা। তা তো গেলই। আমারও যেতো—যদি মড়াদের মনে পড়তো। তবে আমি ও ঠিক ক'রেছিলাম, জান মণ্ডল, নিতান্তই যদি এসে পড়ে—পেতলের গোবিন্দটা ছুঁড়ে একটাকে তো আগে জখম করবো, তারপর যা থাকে কপালে !

গৌরী। বলি গোবিন্দ ছুঁড়ে মারবে কি গো মাসী ? গোবিন্দ তোমার দেবতা যে !

ললিতা। আরে থো কর দেবতা। দেবতা আমার স্বগ্‌গে বাতি দেবে ! আমি মরবো ডাকাতের হাতে, আর গোবিন্দ রইলেন বাঁশী হাতে ব্যাঁকা হ'য়ে। অমন গোবিন্দ আমার মাথায় থাক্ বাবা !

তারিণী। তাতো বটেই। এখন দেখ শিবু তো গেছে থানায়। বলি, থানা-পুলিশ একটা করতে হবে তো ?

ললিতা। নিশ্চয়।

তারিণী। তবে ? আমি ময়না গাঁয়ের তারিণী মণ্ডল, যার ঘরে একটা গাদা বন্দুক আছে, এমন যে আমি—সেই আমাকে কিনা ব্যাটারা বেঁধে রেখে টাকা নিয়ে গেল ?

ললিতা। মুখপোড়াদের মুখে নুড়ো জ্বেলে দেওয়া উচিত। পরের টাকা নিতে খুব মজা ; কিন্তু জানে না একটা একটা ক'রে

পয়সা বাঁচিয়ে কী ক'রে একটা টাকা জমে! ঝাঁটা মার্!

তারিণী। ঝাঁটা মেরে আর কী হবে বলো! এখন তো রাজার দরবার আমার জন্য খোলা! গিয়ে খবরটা দিলেই তাঁরাই ওদের বেঁধে এনে দেবেন। আমাদের ভাবনা কী?

ললিতা। বটেই তো! রাজা বলে কথা। ওই ন্যাও চক্কোত্তি ঠাকুর আসছে! জ্বালালে!

[লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে দীনবন্ধু চক্রবর্তীর প্রবেশ। আসিয়া একবার চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন—তারপর নীরবে দাওয়ায় উঠিয়া তারিণীর পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন]

দীন। শুনলাম—আমি সমস্তই শুনলাম। তোমার ন্যায় ধার্ম্মিক মানুষের এরূপ নির্য্যাতন……কিন্তু কী আর করবে বলো?

তারিণী। কোর্ট্ আদালত করবো।

দীন। তাতো করবেই! কিন্তু আমার যদি একটা পরামর্শ শোনো—তাহ'লে—

ললিতা। ঝাঁটা মার্ অমন পরামর্শের মুখে।

দীন। কী বল্লি?

ললিতা। কিছু না। তুমি বলে যাও ঠাকুর। তোমার বিত্তের দৌড় আমার জানা আছে।

দীন। কী জানা আছে—কী জানা আছে শুনি?

ললিতা। তোমার সেই ভায়রা-ভায়ের মামাতো শালার কোলকাতার পুলিশে চাকরী করার কথা বলবে তো ?

দীন। হ্যাঁ, তাই যদি বলি, তাতে তোর কী ? প্রতিবেশী—ধার্ম্মিক—তার একটা উপকার করবো না ?

ললিতা। আরে থো করো তোমার প্রতিবেশী ধার্ম্মিক,—

দীন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে ললিতে—তুমি ধীরে ধীরে উন্মাদ রোগগ্রস্তা হচ্ছো !

ললিতা। উন্মাদ হোক তোমার বাবা, আমি উন্মাদ হতে যাবো কোন দুঃখে ?

দীন। তাই হবে বাবা, না হয় আমার বাবাই উন্মাদ হবে। নে, হল তো ? এবার কথাটা আমায় বলতে দে। গৌরি ! বেলা হ'ল, তুমি ঘরের কাজকর্ম্ম দেখ গে মা।

তারিণী। যাহোক চালে-ডালে চাট্টি চাপিয়ে ছুট্টি করে দে। পুলিশ তো এসে পড়লো বলে !

দীন। পুলিশ ! পুলিশে সংবাদ কে দিলে ?

তারিণী। শিবে।

দীন। তা' মন্দ করোনি। কাজটা ভালই হয়েছে বলতে হবে। হ্যাঁ, আমিও যেন কাল ভোর রাত্রিতে—একটা গোলমাল—

ললিতা। ঝ্যাঁটা মার্ !

দীন। ললিতা !

ললিতা। কী ?

দীন। তুমি এখান থেকে যাও।

ললিতা। আমি যাব কেন? তুমি যাও।

দীন। বটে? আমায় কথা বলতে দিবিনে তা হ'লে?

ললিতা। বলো না, কে তোমায় বারণ করছে?

[একটু চুপচাপ]

দীন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, জানলে তারিণী? তুমি আমাদের গ্রামের একজন ন্যায়নিষ্ঠ ধার্ম্মিক। আমিতো এসেইছি, জমীদার বাবুও হয়তো আসবেন—আরও অনেকে আসবেন, তোমার ভাবনা কী? আমরা তোমাকে রক্ষা করবো।

তারিণী। তাই করুন।

দীন। তাইতো করবো! তবে আর বলছি কি? (নিম্ন কণ্ঠে) আমার ভায়রা ভায়ের মামাতো শালা কোলকাতার পুলিশে চাকরী করে। বুঝতে পেরেছ? যাকে বলে একেবারে সাক্ষাৎ-মামাতো শালা।

তারিণী। তিনি আমার কী করবেন?

দীন। কী না করতে পারেন? ও সব লোক—লাট সাহেবের সঙ্গেও কি দু' একবার দেখাও হয়নি মনে কর? হয়েছে। ওরা ইচ্ছে করলে—করতে না পারে এমন কাজ নেই।

তারিণী। হুঁ।

দীন। তাহ'লে কাল্‌কেই খোকাকে বলে দিই, আমার ভায়রা

ভাইকে বলতে ? কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল ! এখন ঘন ঘন ঠিকানা বদল করে।

ললিতা। সেরেছে ! তিনি আবার তাঁর মামাতো শালাকে খুঁজে বার করবেন। এক জন্মে হবে না মণ্ডল, বার কয়েক যাওয়া-আসা করতে হবে। চক্কোত্তির ভড়্‌কি—

দীন। তুই থামবি ?

ললিতা। তুমিই চালাবে ?

[হঠাৎ তারিণী দ্বারের কাছে ছুটিয়া গেল এবং হাতজোড় করিয়া বলিল]

তারিণী। আসুন হুজুর—আসুন। আমার সব্বোনাশ হয়ে গেছে হুজুর—

[ফিট্‌ফাট্ সুন্দর একটি যুবক প্রবেশ করিলেন। বেশ-ভূষায় তিনি অত্যন্ত আধুনিক। আদ্দির জামা, কাপড়, চাদর গায়ে। সঙ্গে দুজন দরোয়ান লাঠি হাতে]

হুজুর। হ্যাঁ, আমি এই একটু আগেই খবর পেয়েছি। তা' তোমরা পুলিশে খবর না দিয়ে চুপচাপ বসে আছ যে !

ললিতা। ব'সে ব'সে ওঁর ভায়রা ভায়ের মামাতো শালার গপ্পো শুনছিল হুজুর !

দীন। কি বল্‌লি ? দেখুন হুজুর—দেখুন।

হুজুর। (ললিতাকে) তুমি কী বল্লে ?

ললিতা। চক্কোত্তি মশায় বলছিলেন—ওঁর কে এক ভায়রা ভায়ের মামাতো শালা কোলকাতার পুলিশে চাকরী করে, তাঁর কাছে যেতে।

হুজুর। (দীনকে) এই সব জল্পনা করছিলেন না কি?

ললিতা। জল্পনা বলছেন কী হুজুর! আমার যে সাক্ষাৎ—

হুজুর। আপনার সাক্ষাৎ হতে পারে, কিন্তু তাতে তারিণীর কী? আপনার ঘরে যখন ডাকাতি হবে তখন সেই সব সাক্ষাৎ-ব্যবস্থা করবেন, আপাততঃ থানায় খবর দিন।

তারিণী। শিবু গেছে হুজুর।

হুজুর। শিবু কে? তোমার ছেলে?

তারিণী। হ্যাঁ হুজুর।

হুজুর। চক্রবর্ত্তী মশায় কি রাগ করলেন?

দীন। (বিরস মুখে) না হুজুর রাগ করব কেন? আপনারা হলেন দেশের রাজা—আমরা হলাম সামান্য প্রজা। তা' হুজুর, আপনার আশীর্ব্বাদে দু' একজন বড় লোকও দেখেছি—আর—

ললিতা। আর ভায়রা-ভায়ের মামাতো শালাকেও দেখেছি!

হুজুর। (হাসিয়া) এ মেয়েটি তো বেশ কথা কয়। তুমি কে গো?

ললিতা। আমি একজন বৈষ্ণবী হুজুর!

হুজুর। লেখাপড়া জানো বলে মনে হচ্ছে!

ললিতা। না হুজুর, লেখাপড়া শেখবার অবসর পেলাম কই? এখন গোবিন্দের নাম করে বাড়ী বাড়ী থেকে যা পাই তাই দিয়ে একটা পেট বেশ চলে যায় হুজুর।

তারিণী। হুজুর—বসুন!

দীন। ওরে একটা মোড়া—

হুজুর। থাক্, আমি এখনি যাবো। আর ঘণ্টাখানেক পরেই আমার কোলকাতা যাবার ট্রেণ। চক্কোত্তি মশায় রইলেন, উনি করিৎকর্ম্মা মানুষ। সব manage ক'রে নেবেন।

দীন। সে হুজুরের আশীর্ব্বাদ। কিন্তু গাঁ কি তাহ'লে আপনারা চিরদিনের জন্য ত্যাগ করলেন হুজুর?

হুজুর। নিশ্চয়। গাঁয়ে আছে কি?

তারিণী। আমরা আছি হুজুর!

হুজুর। ঠিক আপনারা আছেন বলেই আমরা থাকতে পারছি না। যে ষ্ট্যাণ্ডার্ডে আমরা বাস করি, যে ষ্টাইলে কথা বলি, চলি-ফিরি, তা সবই আপনাদের অপছন্দ। আপনারা দাবী করেন আমাদের কাছ থেকে পিতামহের আচার ব্যবহার। না পেলেই বিরুদ্ধ সমালোচনায় মুখর ক'রে তুলবেন—গাঁয়ের আকাশ বাতাস।

দীন। আপনাদেব কোন্ কাজের আমরা সমালোচনা করেছি হুজুর?

হুজুর। কটার নাম করবো? Mainly, ধরুন আমাদের খাওয়া দাওয়া।

দীন। খাওয়া দাওয়া!

হুজুর। হ্যাঁ। মনে করুন আমরা যখন মুর্গী কাটবো—

দীন। দুর্গা শ্রীহরি! কী যে বলেন হুজুর?

হুজুর। দেখলেন তো? গোড়াতেই গরমিল। কাজেই বিদায়!... আচ্ছা চললাম। তোমার কী হ'ল তারিণী—একটা খবর দিও হে।

তারিণী। দেব হুজুর।

হুজুর। আচ্ছা নমস্কার চক্কোত্তি মশায়? [চলিতে লাগিলেন]

দীন। (পৈতা বাহির করিয়া) কল্যাণমস্তু! (চলিয়া গেছেন দেখিয়া)—ব্যাটাচ্ছেলের বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে। কী কথা? না, আমরা ইষ্টাইল বুঝিনে! কেন? ইষ্টাইলের মধ্যে আবার বোঝবার আছে কি?

তারিণী। আর যেতে দ্যান্ চক্কোত্তি মশায়, আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আপনার ওসব টাইল ফাইল এখন বন্ধ করুন।

দীন। না তাই বলছিলাম। ব্যাটাচ্ছেলের দেমাক দেখে—একটু রাগই হয়েছিল আমার—

ললিতা। সেটা হুজুর চলে যাবার একটু পরে।

দীন। দাঁড়া! তোকে এবার গাঁ থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করছি।

ললিতা। তা কোরো। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে যাবে ঠাকুর। তোমার সুদ খাওয়া আর চলবে না?

দীন। সুদ খাওয়া মানে কি? সুদ খাওয়া!

ললিতা। সুদ খাওয়ার আবার মানে কী ? টাকায় ছু' আনা ক'রে দশ টাকায় পাঁচ সিকে—যা তুমি হামেশাই করছো !

দীন। তবে রে হাবামজাদী !

ললিতা। (ঈষৎ হাসিয়া) চললাম মণ্ডল। ছাতুটাতুর প্রসাদ পেয়ে আবার আসবো একটু পরে।

দীন। হারামজাদীর বড্ড দেমাক বেড়েছে। যত মনে করি বলবো না কিছু—বিধবা অবলা, গান গায় ভাল— থাক্ একজন গাঁয়ের মধ্যে। ও বাবা ! যার শীল তার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া !

[গৌরীর প্রবেশ]

গৌরী। বাবা তুমি চান করবে না ?

তারিণী। তোর রান্না হয়ে গেছে ?

গৌরী। না, রান্না আজ করবো না ; ঘরে মুড়ি চিড়ে কলা আছে, তাই দিয়ে এবেলা—

দীন। হ্যাঁ, তুমি চান্ টান্ ক'রে খাওয়া দাওয়া সেরে নাও তারিণী, আমিও সেটা সেরে আসি। দারোগা-পুলিশ আসতে—সেই মনে করো যাকে বলে একেবারে সন্ধ্যার সময়। বলি, থানা তো পাঁচ কোশ !

গৌরী। দাদার আজ খুব কষ্ট হবে।

তারিণী। তাতো হবেই। কেন যে মরতে পাঠালাম ! টাকা আর কী গেছে ? আসল যা ব্যাপার—

গৌরী। বাবা !

তারিণী। কী? ও হ্যাঁ! না, সে আমি বলবো না কাউকে! চল্ চান্‌টা সেরে আসি!

[তারিণীর চরিত্রের ইহাই প্রধান দোষ। কথায় কথায় রাঙা আমগাছ তলায় পোঁতা টাকাটার কথা সকলকে জানাইয়া দিবার চেষ্টা করে। তখন গৌরীর মুখের 'বাবা' ডাক শুনিলেই তাহার চেতনা ফিরিয়া আসে এবং সজাগ হয়। গৌরী ও তারিণী ভিতরে চলিয়া গেল। চক্রবর্ত্তী খানিকক্ষণ বসিয়া বসিয়া কী ভাবিল। তারপর বলিল]

চক্র। নাঃ! আমিই বা শুধু শুধু বসে থেকে কী করবো? উঠি। এ ব্যাটার তাহ'লে আরও কিছু টাকা আছে নাকি? আমি তো মনে করেছিলাম—এই তালে কিছু টাকা ধার দিয়ে ওর দক্ষিণ খণ্ডের গোটা জমিটাই হাত করবো। এঃ! কতকগুলো বেকুব ডাকাত এসেছিল দেখছি! কোন কর্ম্মের নয়! ধ্যাৎ!

যে কোন তারের যন্ত্রে ভোরের সুর হইতে সুরু করিয়া এই সময় পরিবর্ত্তন সূচাইতে হইবে।

[আপন মনে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। শূন্য মঞ্চে আলো উজ্জলতর হইল। প্রকাশ পাইল বেলা বাড়িতেছে—একটু পরে মঞ্চের দুটি তিনটি আলো নিভিয়া গেল, বোঝা গেল বেলা অপরাহ্নের দিকে গড়াইতেছে। একটি যুবক প্রবেশ করিল। জামা কাপড় ময়লা, চুলগুলি রুক্ষ। সে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিল—তারপর দাওয়ার কাছে গিয়া ডাকিল]

যুবক। বাড়ীতে কে আছেন?

[কোন উত্তর না পাইয়া আবার ডাকিল]

যুবক। বাড়ীতে কে আছেন ?

[গৌরী প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর ধীরকণ্ঠে বলিল ।

গৌরী। আপনি কি বাবাকে খুঁজছেন ?

যুবক। বাবা নয়—যে কেউ হলেই হবে।

গৌরী। তবে আমাকে বলবেন ?

যুবক। বলতে পারি।

গৌরী। বলুন।

যুবক। আমাকে এক্ষুণি কিছু খেতে দিতে হবে, এবং আপনাদের সংসর্গ আমার ভাল লাগলে—আমি আরও দু'চার দিন এখানে থাকবো। কারণ আমি বড় টায়ার্ড।

গৌরী। কারণ আপনি কীঃ ?

যুবক। ও ! আমি বড় টায়ার্ড—মানে আমি বড় ক্লান্ত।

গৌরী। ও ! কিন্তু কাল রাত্রে আমাদের বাড়ীতে ডাকাতি হ'য়ে গেছে, তা জানেন তো ?

যুবক। এঁ্যা ! ডাকাতি হয়ে গেছে ! তাহ'লে আপনারা বড় লোক ? Very good. বুঝলাম এখানে খাওয়া-দাওয়াটা ভালই চলবে, অতএব রইলাম কিছু দিন ! যান্ না, দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট ক'রে তো কোন লাভ নেই, আমি যে আর খিদেয় দাঁড়াতে পারছিনে !

গৌরী। বুঝেছি। দেখি বাবাকে বলে !

যুবক। আবার বাবাকে এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন ? বাবাঃ are always boring.

গৌরী। বাবা কীঃ ?

যুবক। ও! বাবাs are always boring মানে বাবারা সব সময়েই—কী বলবো, একঘেয়ে।

গৌরী। বাবারা একঘেয়ে! যাঃ! কক্ষণো না!

[তাহার দিকে বড় বড় চোখে তাকাইয়া রহিল নেপথ্য হইতে তারিণী চীৎকার করিতে করিতে ঢুকিল]

তারিণী। কেরে! কোন্ ব্যাটা বলে বাবারা একঘেয়ে! জুতিয়ে তার—(যুবককে দেখিয়া গম্ভীর গলায়) এখানে কী আছে ?

যুবক। আমি আছি—আপনি আছেন। আবার কী থাকবে ?

তারিণী। তুমি যাবে কি না ?

যুবক। নাঃ!

তারিণী। যাবে না কেন ?

যুবক। তার কারণ আমার খিদে পেয়েছে। এখনি খেতে না পেলে হয় ত আমি অজ্ঞান হ'য়েও পড়তে পারি, এমন কি মরে যেতেও পারি। তারপরে পুলিশে যদি—

তারিণী। আরে সব্বোনাশ। এখুনি তো পুলিশ আসবার কথা! ...তুমি কে ?

যুবক। একটি মানব।

তারিণী। তোমার নাম কী ?

যুবক। মানব।

তারিণী। এ্যাঁ?

যুবক। মানব আমার নাম।

তারিণী। এখানে কী করতে এসেছ?

মানব। পায়ে হেঁটে বাংলা দেশ দেখতে বেরিয়েছি।

তারিণী। কচুপোড়া খাও! বাংলা দেশ দেখতে বেরিয়ে আমার বাড়ী দেখতে পেলে কী ক'রে? একে আমি মরছি নিজের জ্বালায়—তার ওপর—। *গৌরী! যা, নিয়ে যা। নইলে এখুনি হয়তো চিৎ হ'য়ে প'ড়ে হাতে দড়ি দেবে। ভেতরে নিয়ে গিয়ে যা আছে তাই দিয়ে দু গেরাস গিলিয়ে দে!

গৌরী। আসুন।

[মানব চলিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ ফিরিয়া আসিল এবং তারিণীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল]

মানব। বাই দি বাই, আপনার ছেলে পুলে কি?

তারিণী। কেন বলতো? আমার মেয়েকে বিয়ে করবে?

মানব। না। আপনার ছেলে থাকলে তার জামা-কাপড় আমার দরকার হবে—তাই বলছি।···সে এখন বাড়ী নেই বুঝি? আচ্ছা আসুক,—ততক্ষণ আমি খাওয়া-সেরে নিই! এস গৌরী!

ঘরে

— দুই —

[বেলা পড়িয়া আসিতেছে। তারিণীর রান্নাঘর সংলগ্ন দাওয়া। দেখা গেল দরজার কাছে গৌরী দাঁড়াইয়া আছে আর মানব উঠানে এক কোণে ঘটির জলে হাত ধুইতেছে। হাত ধোওয়া শেষ হইলে মানব ফিরিয়া আসিয়া গৌরীর হাতে ঘটি দিয়া দাওয়ায় রক্ষিত কাঁসার গেলাস ভরা জল ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইয়া ফেলিল এবং তৃপ্তির আওয়াজ করিয়া বলিল]

মানব। আঃ! দুধ চিঁড়ে is always charming, জানলে গৌরী ?

গৌরী। দুধ চিঁড়ে কীঃ ?

মানব। ও! দুধ চিঁড়ে is always charming মানে দুধ চিঁড়ে সর্ব্বদাই মনোহারী।

গৌরী। ধ্যাৎ! দুধ চিঁড়ে আবার মনোহারী কী? মনোহারী তো দোকানকে বলে। গাজনের সময় সেই যে সং আসে—গোঁসাই-তলার মাঠে মেলা হয়—তখন যে পুঁতির দোকান-টোকান বসে, তাকে মনোহারী বলে! আপনি দেখছি কিছুই জানেন না।

মানব। (হাসিয়া) আমিও তাই দেখছি। তাই হবে, charmingএর বাংলা হয়ত পুঁতির দোকানই হবে।

গৌরী। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন! বসুন না! ঐতো আসন!

মানব। তাতো বসবো—কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে ডাকাতি হ'য়ে গেল!

গৌরী। তা' কী করবো?

মানব। তোমার গায়ে বুঝি মেলা গয়না ছিল?

গৌরী। ছিল কিছু।

মানব। সব শুদ্ধু কত গেল?

গৌরী। তা— দু'তিন হাজার হবে।

মানব। তা হ'লে তো বেশ গেছে। তোমার বাবাকে দেখে তো সে কথা মনে হ'য়না।

গৌরী। বাবার ওই রকম। কোন রকম দুঃখু-টুঃখু পেলে অমনি চেঁচামেচি করেন, যাকে যা নয় তাই বলেন, মানে দুঃখুটাকে গায়ে মাখেন না আর কি!

মানব। বুঝতে পেরেছি।

[চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দূরে একটা 'বৌ কথাকও' পাখী ডাকিতেছে। মানব সেই দিকে চাহিয়া যেন তন্ময় হইয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গৌরী কহিল]

গৌরী। দাদা সেই থানায় গেছে কোন্ সকালে—এখনও এলোনা!

মানব। থানা বস্তুটাই দেরী করাবার জায়গা—নিজে গেলেও কিম্বা নিয়ে গেলেও। তারপর পল্লীগ্রামের থানা, ডাকাতির খবর পেয়ে ডাক হাঁক সোর গোল করতে করতেই তো ঘণ্টা দুই কাটবে—তারপর সাজগোজ —তারপর যাত্রা। আসবেন কিসে ? পদব্রজে ?

গৌরী। না, পুলিশ আসবে পায়ে হেঁটে, আর দারোগাবাবু আসবেন ঘোড়ায় চড়ে।

মানব। তাহ'লেই বুঝে ছ্যাখো, ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার দাদা যখন থানায় গিয়ে পৌঁছেচে, তখন সে ঘোড়া হয়তো মাঠে গেছে ঘাস খেতে। আর ঘাস-খাওয়া ঘোড়া ধরা যে কী কঠিন ব্যাপার, তা' তুমি জান না গৌরী।

গৌরী। তাই হবে হয়তো।

মানব। (একটু পরে) কিন্তু আশ্চর্য্য সুন্দর এই দেশ। যতই দেখছি, ততই স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছি !

গৌরী। আমাদের গ্রাম আপনার ভাল লাগছে ?

মানব। শুধু তোমাদের গ্রাম নয়, সমস্ত বাংলা দেশটাই আজ আমার ভাল লাগছে। এর মাঠে মাঠে ধান, ঘরে ঘরে গান, গাছে গাছে ফল, আর নদী ভরা জল। এমন নরম আর এমন মৃদু—

গৌরী। কী বলছেন ?

মানব। (গৌরীর মুখের প্রতি কিছুকাল চাহিয়া থাকিয়া)

তুমি আমার কথা বুঝতে পারছো না গৌরী ? এইখানেই হয়েছে আজ সব চেয়ে মুস্কিল—তোমার ভাষা আর আমার ভাষা এক নয়।

গৌরী। আচ্ছা, আপনার বাড়ী কোথায় ?

মানব। কোলকাতায়।

গৌরী। ও ! সহরে ? তাইতেই—

মানব। তাইতেই কী ?

গৌরী। তাইতেই আপনার কথাবার্ত্তা ভদ্দরলোকের মত।

মানব সেই জন্যেই তো চাষার মত কথাবার্ত্তা শিখবো বলে তোমাদের গ্রামে এসেছি।

গৌরী। তাহ'লে থাকুন কিছুদিন।

মানব। থাকবো।

[গৌরী অকস্মাৎ খুসী হইয়া বলিল]

গৌরী। আপনি বসুন, আমি দেখি দাদার খোঁজ করতে বাবা থানায় কোন লোক পাঠিয়েছেন কিনা !

[এই বলিয়া গৌরী চলিয়া গেল। তাহার যাওয়ার পথের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া মানব বসিয়া রহিল। উঠানে বিকালের ছায়া নামিতেছে, দূরে 'বৌ কথা কও' পাখীটা ক্রমাগত একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে। এমনিভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মানব হঠাৎ আপন মনে আবৃত্তি করিয়া উঠিল]

বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
'মা' বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভ'রে।

[ঠিক সেই সময় পিছন হইতে প্রবেশ করিল ললিতা। সে কিছুক্ষণ হইতে দূরে দাঁড়াইয়া এই যুবকটির ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিল। এইবার কথা কহিল]

ললিতা। তোমার বুঝি মা নেই না ?

মানব। কেন বলুন তো ?

ললিতা। নিজের মা থাকলে কি আর দেশের গাছপালাকে 'মা' 'মা' ব'লে হামলাও বাছা ? নিজের মা থাকে তো তার কাছে যাও না।

[মানব কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ললিতার দিকে চাহিয়া রহিল। পরে বলিল]

মানব। আপনি কে বলুন তো ?

ললিতা। আমি একজন বৈষ্ণবী। গান গেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাই।

মানব। আপনি গান জানেন ?

ললিতা। বাধ্য হ'য়ে জানতে হয়েছে।

মানব। তাহ'লে গান্না একখানা—শুনতে বেশ ভাল লাগ্বে।

ললিতা। না।

মানব। কেন ?

ললিতা। যে বাড়ীতে ডাকাতি হয় সে বাড়ীতে গান গাওয়া চলে না। তুমি শোননি—কাল রাত্রে এ বাড়ীতে ডাকাতি হ'য়ে গেছে ?

মানব। শুনেছি।

ললিতা। তবে ?

[উভয়ে চুপ করিয়া রহিল। উঠানে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইতে লাগিল। গৌরী প্রবেশ করিল]

গৌরী। জানেন, আমাদের গাঁয়ের মধু মোড়লকে দিয়ে দাদা খবর পাঠিয়েছে, একটু পরেই আসছে। একি! মাসী তুমি কখন এলে ? এমন চুপ ক'রে বসে আছ কেন ?

মানব। গান গাইবার ভয়ে।

গৌরী। কেন ? আপনি গাইতে বলেছেন বুঝি ? হ্যাঁ, সত্যি—মাসী বড় মিষ্টি গান গায়। গাওনা মাসী একখানা। দারোগা আসতে তো একটু দেরী আছে, ততক্ষণ তোমার একখানা গান শুনি !

[মানবকে দেখিবামাত্র ললিতা কেমন গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল। গৌরীর কথার পর সে একবার উহাদের দিকে চাহিয়া কোন কথা না বলিয়া গাহিতে সুরু করিল]

গান

জননী তোর চরণ দু'টি সহস্রদল পদ্ম নাকি ?
আমার মন-ভ্রমরা গুঞ্জরে আর গুঞ্জরে তাই থাকি থাকি।
সহস্রদল পদ্ম নাকি ?

ফুটেছে ওই চরণ দু'টি কালের সরোবরে
কাছে যাবার পথ চিনিনে, মন যে কেমন করে—(মাগো)
পেছন থেকে টানে আমায় অনেক দিনের অনেক ফাঁকী
মন-ভ্রমরা গুঞ্জরে আর গুঞ্জরে তাই থাকি থাকি—
সহস্রদল পদ্ম নাকি ?

শুধু গন্ধ দিয়ে বন্ধ ঘরে কেন আমায় করিস পাগল
যদি না মন্দভাগা ছন্দহীনের চিরকালের খুলিস্ আগল।

জানি মা তোর হাজার ছেলে পায়ের চারিধারে
আমিই কি মা ভাস্‌বো শুধু বিফল বারি ধারে ? (মাগো)
পাওনা আমার মিথ্যে হবে, সত্য হবে শুধুই বাকী ?
মন-ভ্রমরা গুঞ্জরে আর গুঞ্জরে তাই থাকি থাকি।
সহস্রদল পদ্ম নাকি ?

মানব। হুঁ! সুরটার মধ্যে বৈষ্ণবী ভাবের আধিক্য ঘটেছে দেখছি !

ললিতা। আগে ছিল না।

মানব। হুঁ [ললিতা হাসিয়া চুপ করিল।]

ললিতা। জান গৌরী, তোমাদের এখান থেকে গিয়ে, নদীতে গিয়েছিলাম জল আনতে। যা দেখে এলাম গৌরী, তাতে ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে গেছে। আমাদের শান্ত নদী বাড়ীর মেয়ের মতো, সে কেন হঠাৎ এমনি ভাবে ক্ষেপে উঠলো ?

মানব। বাড়ীর মেয়েরা যখন ক্ষ্যাপে, তখন অমনি ক'রেই ক্ষ্যাপে মাসী।

ললিতা। মাসী মানে ?

মানব। মাসী মানে আপনি গৌরীর মাসী, আমারও মাসী। আমি আবার নতুন সম্বোধন কোথায় খুঁজতে যাবো বলুন তো ? তার চেয়ে আমাদের পক্ষে ছোট্ট

খাটো petite মাসী নামই ভাল। কী বলো গৌরী ?

ললিতা। হুঁ ! তারপরে ?

মানব। তারপরে ? তারপরে 'মাসী বলি ডুবিল বালক অনন্ত তিমির তলে, আর উঠিল না···সূর্য্য গেল অস্তাচলে।'

গৌরী। জল কি খুবই বেড়েছে মাসী ?

ললিতা। খুব। এমন কি ডোমপাড়ার নিমগাছের গোড়া অবধি জল উঠেছে।

গৌরী। সব্বোনাশ ! বাবাতো এ খবর জানেন না বোধ হয়। মাসী, তাহ'লে এখন উপায় ?

ললিতা। মনে হচ্ছে এখান থেকে এবার তল্পী-তল্পা গুটোতে হবে।

গৌরী। ওমা ! তল্পী-তল্পা গুটোতে হবে কীগো ? ঘর-সংসার, গরু-বাছুর, খেত-খামার ফেলে আমরা যাবো কোথায় ?

ললিতা। গোবিন্দ যেখানে নিয়ে যাবেন। মনে হয়, আজ রাত্রে কি কাল দিনে বান ডাকবে।

গৌরী। এই মরেছে ! বান ডাকবে কি মাসী ? বান ডাকলে আমরা যাব কোথায় ? এই সব জিনিসপত্র—গাছপালা —পাড়া-প্রতিবেশী ছেড়ে—কোথায় যাব ?

মানব। কেন, কোলকাতায়।

গৌরী। কী পাব আমরা কোলকাতায় ?

মানব। "দুঃখ নব নব।"

ললিতা। সে তোমার সইবে, ওর সইবে কেন ?

মানব। সইতেই হবে, 'আমার এ ধূপ না পোড়ালে, গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে।' পোড়াই যে ধূপের ধর্ম্ম মাসী!

ললিতা। হুঁ! তুমি দেখছি ভয়ানক ছেলে বাবা!

[তারিণীর প্রবেশ]

তারিণী। নিশ্চয় ভয়ানক ছেলে, নইলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে আর বেরোতে চায় না কেন?

মানব। তার কারণ গৌরী এখানে থাকাতে এখানকার atmosphereটা ভাল ছিল।

গৌরী। কী ভাল ছিল?

মানব। ও! atmosphere মানে আবহাওয়া ভাল ছিল।

তারিণী। হাওয়াই তো জানি, আবহাওয়া আবার কী? এ সব গোলমেলে কথা না? তা' সে—যে হাওয়াই হোক, তুমি বাপু এখন বিদেয় হও দিকি।

মানব। দেখুন, বিদেয় হবার আমার উপায় নেই। প্রথমতঃ এত পথ হেঁটেছি, যে আর এক পা চলবার সামর্থ্য নেই। রাত্রের মত আমাকে এখানেই থাকতে হবে।

ললিতা। তাহ'লে থাক্—কী বল মণ্ডল?

তারিণী। তুই কি বলিস গৌরী?

গৌরী। হাঁটতে পারবে না বলছে যখন, তখন থাক্‌না বাবা।

তারিণী। তবে থাকো। কিন্তু মনে রেখো আজ রাত্তিরটির মতো—ব্যস্! তোমার বাপ মাও তো আচ্ছা লোক

বাপু! তোমাকে এভাবে ছেড়ে দিয়ে তারা আছেই বা কী করে?

মানব। বাপ মা নেই।

তারিণী। সে আর মুখে বলতে হবে কেন? তোমার চেহারা দেখেই তা মালুম পাওয়া যায়। বাপ মা থাক্‌লে কি আর অমন চোয়াড়ে চেহারা হয়?

গৌরী। সে কি বাবা! ওঁর চেহারা তো বেশ সুন্দর!

তারিণী। কোথায় সুন্দর? ওর নাম যদি সুন্দর হয় তাহ'লে —আচ্ছা শিবুটা কী করলে বল দেখি?

ললিতা। খবর তো পাঠিয়েছে।

তারিণী। আরে, সে খবরও তো এসেছে অনেকক্ষণ।

ললিতা। তোমরা বোসো, আমি ততক্ষণ ঠাকুরকে সন্ধ্যেটা দেখিয়ে আসি।

[প্রস্থান]

গৌরী। আর একটা কথা শুনেছো বাবা?

তারিণী। না, কী?

গৌরী। ললিতা মাসী দেখে এসেছে আজ্‌কে হঠাৎ চন্দনার জল ডোমপাড়ার নিমগাছতলা অবধি উঠেছে। আজ রাত্রে না হয় কাল সকালে নাকি বান ডাকতে পারে!

[তারিণী হঠাৎ থমকিয়া গেল। তারপর ভয়টাকে দূর করিয়া দিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল]

তারিণী। তুই কি পাগল হয়েছিস গৌরী! চন্দনায় বান ডাকবে

কিরে ? সে আমাদের ছেলেবেলায় একবার শুনেছিলাম, বাড়ী, ঘর, দোর, গরু, বাছুর সব ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আমার ৪৮ বৎসর বয়সের মধ্যে চন্দনাকে কারুর এতটুকু ক্ষতি করতে দেখিনি। যা—যা ললিতা তোকে বাজে ধাপ্পা দিয়েছে।

গৌরী। তাহ'লে কোন ভয় নেই তো বাবা ?

তারিণী। কিছুনা—কিছুনা।

মানব। অতএব আমি শুয়ে পড়লাম। গৌরী, আমায় এই বারান্দায় একটা মাদুর আর একটা বালিশ দিয়ে যাও তো ভাই।

তারিণী। কেন ? বারান্দায় কেন ? শোবেই যদি তবে ঘরে গিয়ে শোওগে না !

মানব। না, আমি এইখানেই বেশ থাকবো।

তারিণী। তবে থাকো।

মানব। গৌরী, আমাকে একটা মাদুর আর বালিশ, and please help me with a glass of water.

গৌরী। মাদুর, বালিশ—আর কীঃ ?

মানব! ও! Please help me with a glass of water মানে দয়া ক'রে এক গ্লাস জল দিয়ে আমাকে সাহায্য কর।

গৌরী। জল দিয়ে আবার সাহায্য কী করবো ? যত সব অনাছিষ্টি কথা না ? দেখ তো বাবা !

তারিণী ওর কথার ধরণই অমনি! তুই যা, ওগুলো এনে দে। শোন গো! রান্নাঘরের দাওয়ায় তো রইলে, মাঝ রাত্রে যেন কতকগুলো বাসন-কোশন নিয়ে কেটে পড়ো না। কিচ্ছু বলা যায় না, আমার যা কপাল পড়েছে। মাদুর বালিশ দিয়ে তুই একবার বাইরে আসিস গৌরী।

[প্রস্থান]

নরম | [গৌরী মাদুর বালিশ আনিয়া পরিপাটি করিয়া পাতিয়া তাহাতে মাথার বালিশ ও পাশবালিশ দিয়া হাসিমুখে সরিয়া গিয়া ডাকিল]

গৌরী আসুন, এবার শুয়ে পড়ুন!

সুরে | [মানব গিয়া শুইয়া পড়িল। গৌরী উঠান দিয়া চলিতে লাগিল। মানব কী ভাবিয়া একবার ডাকিল]

মানব। গৌরী!

যন্ত্র | [গৌরী ফিরিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইতেই সে খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল]

মানব কিছু না। তুমি যাও।

সঙ্গীত | [গৌরী এই পাগলামীর অর্থ বুঝিতে না পারিয়া একটু হাসিল, তারপর চলিতে শুরু করিল—এবং চলিয়া গেল] [একটু পরে সতর্কপদে গৌরী ফিরিয়া আসিয়া শায়িত মানবের কাছে গেল। উঠানে চাঁদের আলো পড়িয়াছে, গৌরী জিজ্ঞাসা করিল]

গৌরী। ঘুমুলেন ?

মানব। (মুখ না ফিরাইয়া) না, কেন ?

গৌরী। রাত্তিরে কী খাবেন ?

মানব। ভাত।

গৌরী। ভাত ! কিন্তু আমার হাতে আপনি ভাত খাবেন ?

মানব। কেন খাব না ?

গৌরী। আমি যে অন্য জাত।

মানব। আমি জাত মানিনে।

গৌরী। ও ! আপনি জাত মানেন না—না ? আপনি জাত মানেন না !

[অস্ফুট কণ্ঠে এই কথা বলিতে বলিতে গৌরী ধীরপদে ভিতরে চলিয়া গেল]

স্বপ্নে

তিন

[সেই আটচালার সম্মুখস্থ উঠান। দীনবন্ধু এবং তারিণী কথা বলিতেছে]

দীন। না না, ওসব কোন কাজের কথা নয়। বান ডাকলেই তো হ'ল না, আগে যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে তবে তো বান ডাকবে! চন্দনার বান অমনি ডাকলেই হ'ল? চালাকি?

[গৌরীর প্রবেশ]

তারিণী। আয় গৌরী। নারে, সে সব কিছু নয়। এই তো চক্কোত্তি খুড়োও বলছেন—চন্দনায় বান ডাকা তিনি ছেলেবেলায় দেখেছেন। তা ছাড়া ডোমপাড়ার নিম গাছ থেকে আমাদের রাঙা আম গাছটা—।

গৌরী। বাবা!

তারিণী। ও! না, সে কথা আমি বলবোনা কাউকে।

দীন। কী কথা হে, কী কথা? বলোই না! আরে, আমরা তো তোমার আপন জন!

তারিণী। তা হোক মশায়, সে কথা আমি—এই যে! ওঁরা এসেছেন।

[হন্তদন্ত হইয়া শিবুর প্রবেশ। তাহার পিছনে হাফ প্যান্ট, হাফ সার্ট, হাত ঘড়ি, বাটারফ্লাই গোঁফ ও ছড়ি হাতে দারোগা, দু'জন কনষ্টেবল এবং দু'একজন লোকের প্রবেশ। একজন কনষ্টেবলের হাতে হ্যাসাক ল্যাম্প]

দারোগা। এই বাড়ী ?

শিবু। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

দারোগা। তোমার বাবাকে ডাকো।

তারিণী। এই যে আমিই ওর বাবা হুজুর !

দারোগা। তোমার নাম কি ?

তারিণী। আজ্ঞে আমার নাম তারিণী মণ্ডল হুজুর।

দারোগা। অত বার হুজুর-হুজুর করতে হবে না। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ ! যা বলি তার চট্-পট্ উত্তর দাও। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না—তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে- চন্দনায় বান ডাকবে !

তারিণী। (চমকাইয়া) চন্দনায় বান ডাকবে কি হুজুর ! তা'হলে যে আমার—

দারোগা। ন্যাকামি করো না, রাজ্যশুদ্ধ লোক জানে আজ চন্দনায় বান ডাকবে, আজ সকাল থেকেই যে যার জিনিষপত্র নিয়ে পালাতে স্থুরু করেছে, আর তুমি জানো না !

তারিণী। না হুজুর আমিতো কিছুই জানি না !

দারোগা। না জানার ফল তুমি নিজেই ভুগবে।

তারিণী। আমিই ভুগবো ? কিন্তু আমি একা আর কত ভুগবো হুজুর !

দারোগা। বাজে কথা রাখো। রাত্রি কটার সময় তোমার ঘরে ডাকাতি হয়েছিল ?

তারিণী। ভোর রাত্তিরে।

দারোগা। ক'টার সময় ?

তারিণী। তা জানি না। তবে তারা চলে যাবার একটু পরেই ভোর হ'য়ে গেল।

দারোগা। "একটু পরেই ভোর হ'য়ে গেল।" (নোটবুকে টুকিলেন) ক'জন ছিল ?

তারিণী। জন পাঁচছয়।

দারোগা। কী রকম পোষাক ?

তারিণী। মুখে কালো মুখোসপরা ছিল।

দারোগা। সঙ্গে বন্দুক বা রিভলবার কিছু ছিল ?

তারিণী। আজ্ঞে না হুজুর।

দারোগা। তবে অস্ত্রশস্ত্র কী ছিল তাদের সঙ্গে ?

তারিণী। অস্তরের মধ্যে এক লাঠি দেখেছি।

দারোগা। আরে, লাঠি দিয়ে তো আর ডাকাতি করা যায় না ? ডাকাতি করলো কী দিয়ে ?

তারিণী। ডাকাতি করলো হাত দিয়ে হুজুর। আমাকে পেছন থেকে এসে চট্ করে বেঁধে ফেললে, আর মেয়েটা ওই ঘরে ছিল, চট্ ক'রে শেকলটা তুলে দিল, তারপর মনের আনন্দে চোখের সামনে টাকাকড়ি নিয়ে নিজেদের ঝোলায় ভরতে লাগলো।

দারোগা। কত টাকা ছিল তোমার ঘরে ?

তারিণী। তা' হাজার দু'তিন হবে হুজুর। আর গয়না—

দারোগা। গয়নাও গেছে নাকি ?

তারিণী। যায়নি ? কইরে গৌরী ! এ দিকে আয়তো ! এই যে আমার মেয়ে—এর গা থেকে প্রায় হাজারখানেক টাকার গয়না ব্যাটারা নিয়ে যায়নি ?

দারোগা। বল কি হে ? এত টাকা তোমার ঘরে ছিল ?

তারিণী। (হাসিয়া) ও আর কী গেছে হুজুর, আসল যা, তা—

গৌরী। বাবা !

তারিণী। ও ! না, সে আমি বলবো না কাউকে।

দারোগা। যাক্‌গে—গ্রামের কারুর ওপর তোমার সন্দেহ হয় ?

তারিণী। আজ্ঞে না হুজুর।

দারোগা। তবে এ কী রকমের ডাকাতি বলে তোমার মনে হয় ?

তারিণী। ডাকাতি আবার কী রকম হবে ? সব ডাকাতির রকম একই : ধাঁ ক'রে আসে, আর সাঁ ক'রে চলে যায়।

দারোগা। হুঁ ! (নোটবুকে টুকিতে লাগিলেন) এই ডাকাতি সম্বন্ধে তোমার আর কিছু বলবার আছে ?

তারিণী। আজ্ঞে না হুজুর।

দারোগা। (শিবুকে) তুমি কোথায় ছিলে ?

শিবে। আজ্ঞে হুজুর ন' পাড়ায় যাত্রা শুনছিলাম। খুব ভোরে বাড়ী এসে দেখি দোর খোলা। ডাকাডাকি করতে গৌরী আর বাবার গলার আওয়াজ পেয়ে দরজা খুলে দিয়ে দেখি—

দারোগা। (দীনবন্ধুকে) আপনি কে ?

দীন। আজ্ঞে হুজুর, আমি এই গ্রামের দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী আমার ছেলে—

দারোগা। ছেলে থাক। এ বাড়ীতে আপনি কতদিন থেবে যাওয়া আসা করছেন ?

দীন। তা' ত্রিশ বত্রিশ বছর হবে হুজুর।

দারোগা। কী ক'রে চলে আপনার ?

দীন। এই হুজুর—কিঞ্চিৎ জমি-জমা আছে—আর—

শিবে। সুদ-টুদের—

দীন। তুই থাম্ দেখি, ব্যাটাচ্ছেলে ছোটলোক চাষ কোথাকার !

তারিণী। কেন ? থামবে কেন ? তুমি সুদের ব্যবসা করনা ?

দীন। তা' অমন একটু আধটু সবাই ক'রে থাকে। হুজুরে জিগ্যেস ক'রে দেখ্ দিনি—উনিই কি কখনো বাধ্য হ'ে বন্ধু-বান্ধবকে দু' একটা টাকা ধার দেননি ?

দারোগা। ও ! আপনার তাহ'লে এ গাঁয়ে বন্ধকী কারবার আছে তাহ'লে টাকাকড়িও আপনার বেশ আছে বলে মে হচ্ছে !

দীন। তা হুজুর, মা লক্ষ্মীকে কি নেই বলতে আছে ? মা লক্ষ্ ঘরে আছেন বৈকি, তবে ওই দুশো একশোর মধে আছেন।

দারোগা। বুঝতে পারছি আপনি একটি বাস্তু ঘুঘু। সে যাক বাড়ীতে লোক ক'জন তোমরা ?

তারিণী। আজ্ঞে হুজুর তিনজন। আমি, গৌরী আর শিবে।

দারোগা। এ ছাড়া আর কোন লোক বাড়ীতে নেই?

শিবে। আজ্ঞে না হুজুর। তবে ক্ষেত খামার দেখবার জন্যে আরও আটজন আছে।

দারোগা। তারা সেদিন কোথায় ছিল?

শিবু। আমার সঙ্গে যাত্রা শুনতে গিয়েছিল হুজুর!

দারোগা। বেশ। এবার চলো, তোমাদের বাড়ীটা একবার দেখবো।

তারিণী। বেশতো, আসুন হুজুর!

দারোগা। চক্কোত্তি মশায়, পালাবেন না, এই ডাকাতির আপনি প্রধান সাক্ষী।

দীন। হেঁ হেঁ, হুজুর যে কী বলেন! আমি সাক্ষী মানে—?

দারোগা। বলি, ডাকাতি যে হয়েছে, তা আপনি তো জানেন!

দীন। ডাকাতির খবর আমি কী ক'রে জানবো হুজুর!

দারোগা। তাহ'লে কি তারিণীর বাড়ীতে ডাকাতি হয়নি আপনি বলতে চান?

দীন। তাই বা বলবো কেন হুজুর! ডাকাতি হয়েছে বৈকি!

দারোগা। হয়েছে তো? তাহ'লে আসুন আমার সঙ্গে। (তারিণীকে) পাশের বাড়ীতে কে থাকে?

তারিণী। ললিতা বষ্টুমী হুজুর!

দারোগা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাকে তো চিনি। আমাদের বাড়ীতে দু' এক দিন গান টান গাইতে গেছে বটে। ডেকে নিয়ে এস

তাকে। চট্‌পট্‌! আমি বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না।

[তারিণী বাহির হইয়া গেল। সকলে ঘরে ঢুকিতে লাগিল।]

ঘরে

—চার—

সুরে বিপদের আভাষ

[রান্নাঘরের বারান্দায় মানব অঘোরে ঘুমাইতেছে। শান্ত শুব্ধ উঠান ভরিয়া চাঁদের আলোর বান ডাকিয়াছে।
নেপথ্যে জুতার মস্ মস্ শব্দ হইতেছে। একটু পরেই সদলবলে দারোগা প্রবেশ করিলেন। দারোগা প্রবেশ করিয়া চারিদিক দেখিয়া যুবকের কাছে গিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া শিবুকে প্রশ্ন করিলেন]

দারোগা। কে এ?

[শিবু তাহাকে দেখিয়া দারোগাকে বলিল]

শিবু। চিনিনে তো হুজুর!

দারোগা। সেকি হে! তোমাদের বাড়ীতে শুয়ে আছে, আর তুমি চেন না?

শিবু। না হুজুর, মাইরি বলছি—আমি তো—

দারোগা। (কনষ্টেবলকে) ওকে ডাকো তো?

১ম কনষ্টে। ওহে! ওঠো না!

২য় „ । এই!

১ম লোক। মাতাল নাকি?

২য় „ মরে যায়নি তো! এ রকম কিন্তু হয় হুজুর। আমার এক মাসতুতে ভায়ের—

দারোগা। চুপ করো। এই! ধাক্কা দিয়ে তোল্ না!

গৌরী। থাক্, ধাক্কা দিতে হবে না, আমিই ডেকে দিচ্ছি।

দারোগা। তুমি একে চেন?

গৌরী। উনি আজকেই বিকেলবেলায় আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। বললেন—অনেক হেঁটেছি, আর পারছি না, আমাকে কিছু খেতে দাও। দুধ চিঁড়ে খাবার পর ওইখানে শুয়ে আছেন। (এই বলিয়া সে মানবের কাছে গিয়া তাহাকে নরম হাতে ধাক্কা দিয়া ডাকিল) দেখুন, আপনি একবার উঠুন তো!

[ধড়মড় করিয়া মানব উঠিয়া বসিল। সে বিমূঢ়-নেত্রে সকলের দিকে তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর এক পা এক পা করিয়া নীচে নামিয়া আসিল। দারোগা তাহার আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া বলিলেন]

দারোগা। কে আপনি?

মানব। মানব।

দারোগা। তার মানে?

মানব। তার মানে দানব নই, মানব।

দারোগা। আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন নাকি ?

মানব। ঠাট্টা করবো কেন ? আমার নামই যে মানব !

দারোগা। এখানে কেন এসেছেন ?

মানব। পায়ে হেঁটে বাংলা দেশ দেখতে বেরিয়েছি, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, অত্যন্ত tired বোধ হওয়াতে এখানে এসে আশ্রয় নিই।

দারোগা। বুঝেছি। কী করেন আপনি ?

মানব। (হাসিয়া) no substantial means of livelihood.

দারোগা। হুঁ ! এ গ্রামে আসার উদ্দেশ্য ? পরিচিত কেউ আছে ?

[ললিতার প্রবেশ]

ললিতা। আছে হুজুর ! এটি আমার বোনপো।

দারোগা। বল কি বোষ্টুমী ! এটি তোমার বোনপো ?

ললিতা। হ্যাঁ হুজুর, আমার আপন বোনপো।

দারোগা। তা বোনপোটিকে নিজের বাড়ীতে না নিয়ে গিয়ে এদের বারান্দায় শুইয়ে রেখেছিলে কেন ?

ললিতা। বাড়ীতে আমার স্থানাভাব হুজুর ! তাই—

দারোগা। (গৌরীকে দেখাইয়া) সে কথা এ মেয়েটিকে বলোনি কেন ?

ললিতা। ওতো কোন খবর দিয়ে আসেনি হুজুর, বরাবর এখানে

এসে আশ্রয় নিয়েছে। আমি ওকে দেখেই চিনেছি। ভেবেছিলাম সকালে ওকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব।

দারোগা। (হাসিয়া) গল্পটা মন্দ ফাঁদোনি বষ্টুমী। কিন্তু ও-সব মেয়েলী গল্পে রাজকর্ম্মচারীর মন ভোলে না। (মানবকে) আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

গৌরী। কেন ? উনি তো কোন দোষ করেন নি !

দারোগা। বেশতো। দোষ না ক'রে থাকলে কালই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন, অথবা তুমি ইচ্ছে করলে, এখানেও চলে আসতে পারেন।

গৌরী। না, আপনি ওঁকে নিয়ে যেতে পাবেন না।

দারোগা। উপায় নেই !

গৌরী। আমরা ডাকাত ধরতে চাইনে, যাক্‌গে আমাদের টাকা পয়সা। তাই বলে আপনি গেরস্তের বাড়ী থেকে অতিথিকে ধরে নিয়ে যাবেন ? ওঁর এখনও খাওয়া হয়নি, তা জানেন ?

দারোগা। থানায় গিয়ে খাবেন।

গৌরী। না।

[দারোগা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। গৌরী কাঁদিতে লাগিল]

শিবু। যাক্ না নিয়ে, তা তোর কী ? তুই কাঁদছিস কেন ?

ললিতা। গৌরী ! কাঁদিসনে।

মানব। এই বাঙালীকেই দেখবো ব'লে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে-

ছিলাম। তা' এমনি পোড়া কপাল যে সইল না কি বল মাসী ?

[মাসী অপলক দৃষ্টিতে মানবের দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ অনেক দূরে একটি প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের শব্দ কাণে আসিতেই মুহূর্ত্তমধ্যে উপস্থিত লোকজন চকিত হইয়া উঠিল]

১ম লোক। এই গো ! চন্দনার বাঁধ ভেঙ্গেছে।

[ছুটিয়া চলিয়া গেল]

২য় লোক। ভগবান রক্ষে কর।

[প্রস্থান]

দীন। আমিও তাহ'লে আসি হুজুর ? গ্রামের বাস তো উঠলো, দেখি আবার মা লক্ষ্মী কোথায় অন্ন মেপেছেন ! বাড়ীতে তো এক বৌমা ছাড়া আর কেউ নেই, তাকে নিয়ে কোলকাতায় গিয়েই উঠি। আর বয়সও হ'ল — গঙ্গার তীর—সেই ভাল। এ-সব খামখেয়ালী চন্দনা ফন্দনার ধারে মানুষ থাকে ? ভগবান রক্ষে করো !

গৌরী। বাবা কোথায় মাসী ?

ললিতা। আমাকে ডেকে দিয়ে মণ্ডল রাঙা আমগাছতলা না—কী যেন দেখতে গেল !

শিবু। এই রে ! সেখানে যে এখন এক কোমর জল হবে ! আমি যাই বাবাকে ডেকে আনি। গৌরী ! তুই তাড়াতাড়ি একটা বাক্স গুছিয়ে নে। আমাদের এক্ষুণি চলে যেতে হবে !

গৌরী। টাকাকড়ি তো আর কিছুই নেই দাদা!

শিবু। সেকি রে! সব নিয়ে গেছে?

[স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। দূরে জলের শব্দ ও মানুষের ত্রস্ত চাৎকার স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দারোগা কহিলেন]

দারোগা। গ্রামের মধ্যে জল ঢুকেছে। এখন না গেলে, পরে থানায় পৌঁছানো কষ্টকর হবে। আমরা চললাম। মণ্ডলকে একবার থানায় যেতে বোলো। চলো! আসুন!

মানব। চলুন। চললাম মাসী! দুঃখ কোরো না, এই যাওয়া আসার পথ-চলতি পরিচয়টুকুই শেষ অবধি বেঁচে থাকে, নইলে আর সব মিথ্যে। আচ্ছা আবার দেখা হবে।

[দারোগা ও লোকজন চলিয়া গেলে ললিতা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। গৌরী কহিল]

গৌরী। তুমি গিয়ে জিনিষপত্র নিয়ে এস মাসী?

ললিতা। না।

গৌরী। ওমা! তুমি কি যাবে না?

ললিতা। না।

[গৌরী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। ললিতা সেইখানে বসিয়া রহিল। জলস্রোতের শব্দ নিকটতর হইতেছে। হঠাৎ নেপথ্যে তারিণীর উচ্চ হাসির শব্দ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে শিবুর সহিত তারিণী প্রবেশ করিল]

তারিণী। হাঃ হাঃ হাঃ, জান্‌লে বোষ্টুমী, কিছু নেই। একদম ধুয়ে মুছে সাফ্! (ললিতা কোন উত্তর করিল না) ঘরে যা ছিল তা নিল মানুষে, আর বাইরে যা ছিল তা নিল দেবতা। বাঃ! বা-রে আমি!

শিবু। বাবা! আর দেরী করলে আমরা যেতে পারবো না। গৌরী! শীগ্‌গির বেরিয়ে আয়।

[সঙ্গে সঙ্গেই গৌরী একটি সুটকেশ লইয়া বাহির হইয়া আসিল। শিবু মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার পিতার হাত চাপিয়া ধরিল এবং টানিয়া বলিল]

শিবু। বাবা! চলে এস। আয় গৌরী।

গৌরী। মাসী! তুমি যাবেনা?

[মাসী কোন উত্তর দিল না, শুধু সে একদৃষ্টে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

মাসী!

শিবু। গৌরী! আমাদের বাড়ীতে জল ঢুকলো বলে, চলে আয়। বাবাকে বাঁচাতে হবে।

গৌরী। হ্যাঁ, চল। ভগবান্ রক্ষে করো! ভগবান রক্ষে করো।

শিবু। ভগবান্ রক্ষে করো।

[নেপথ্য হইতে তাহাদের কণ্ঠের ক্রম-বিলীয়মান ধ্বনি "ভগবান্ রক্ষে করো" "ভগবান রক্ষে করো" শোনা যাইতে লাগিল। ললিতা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, জলস্রোতের শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে]

—ড্রপ্—

—তেরশো পঞ্চাশ—

বাইরে

—এক—

[উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকিত কক্ষ। সুসজ্জিত সোফা—কৌচে ঐশ্বর্যের বার্তা প্রকাশমান। দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল সুবেশা তরুণ-তরুণীগণ এখানে-ওখানে অবিন্যস্তভাবে ছড়াইয়া আছে। এক কোণে একটু প্ল্যাটফর্মের মত করা হইয়াছে, তাহাতে দাঁড়াইয়া একটি তরুণ আবৃত্তি করিতেছে…রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ'।

[আবৃত্তি করিয়া তরুণ নমস্কার করিল, সকলে হাততালি দিল। লুসি নাম্নী মহিলা কহিলেন]

লুসি। Nice. রবীনের গলায় এমন একটা charm আছে যেটা মানুষকে impress না ক'রে পারে না।

রবীন। Thank you Lucy.

লুসি (একটু হেসে দূরে লক্ষ্য ক'রে) আমার কথাটা কি শোভনের পছন্দ হ'ল না?

শোভন। পছন্দ অপছন্দের কথাতো এ নয়, এ হচ্ছে ব্যক্তিগত রুচির কথা। কোন কারণে রবীনের কণ্ঠস্বর আজ যদি তোমার একটু বেশী মিষ্টিই লাগে, আমাদের তাতে বলবার কী আছে?

মিলি। Quite so.

লুসি। ও! এইবার বুঝি ব্যক্তিগত আক্রমণ?

শোভন। Not at all. কিন্তু স্থবিমল দা' করলে কি? মিটিংটা তাড়াতাড়ি সেরে নিলে হতোনা?

মিলি। ঠিক কথা। টিকিটগুলো যখন কাটা হয়ে গেছে—

লুসি। কিন্তু মিটিংএর বিষয়টা বিবেচনা করে দেখো—কী রকম serious! 'বাংলায় মন্বন্তর'!

মিলি। স্থবিমলদা আজ হয় তো subjectটার ওপর একটা নতুন light দিতে পারেন।

শোভন। Let's hope so!

[বয় ট্রেতে করিয়া চা দিয়া গেল। সকলে চা পান করিতে লাগিল]

শোভন। এই সময় রবীন একখানা গান গাইলে পারতে!

লুসি। থাক্-থাক—শেলী না এলে হয়তো রবীন inspiration পাবে না।

রবীন। অনর্থক ঠাট্টা ক'রে কেন আঘাত দেবার চেষ্টা করছো বন্ধু! শেলীর প্রতি যে আমার পক্ষপাতিত্ব আছে, একথা বিশ্ববিদিত।

লুসি। তাইতো বলছি, তোমার সেই বিশ্বপ্রিয়াটি না এলে কি গান জমবে?

শোভন। কিন্তু, ওরা ভাই-বোনে আজ এত দেরীই বা করছে কেন?

লুসি। Heaven knows. কই রবীন?

রবীন। নিতান্তই গাইতে হবে?

লুসি। একান্তই যদি গাইতে অসুবিধা না হয়!

[রবীন্দ্রনাথের যে কোন গান]

[গান শেষ হইলে সকলে হাততালি দিল। সুবিমল ও শেলী প্রবেশ করিয়া দুইটি আসনে বসিল। শোভন উঠিয়া প্রস্তাব করিল]

শোভন। সুবিমলদা যখন এসে গেছেন, তখন আর দেরী করা উচিত নয়। কারণ তাড়াতাড়ি মিটিং শেষ করতে না পারলে ৬টার শো-টা আমরা মিস্ করবো। অথচ মিটিং শেষ না করে আমাদের যাওয়াও চলে না। কেননা দেশের যা অবস্থা—বিশেষ ক'রে কোলকাতায় যা কাণ্ড হচ্ছে—তা বলবার নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের ক্লাবের কিছু করবার আছে। আর এই সব গ্রামের দুঃখ কষ্ট সহরে এসে পড়ায় আমরা বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছি। কিন্তু সুবিমলদার কাছে এ জিনিষ নতুন নয়। উনি গ্রামের জমিদার। কাজেই এ বিপদে উনি আমাদের যতখানি পরামর্শ দিতে পারবেন, এমন আর কেউ না।

লুসি। অতএব আমি প্রস্তাব করি, আমাদের আজকের ছোট্ট সভায় আমাদের সব চেয়ে বড় বন্ধু, সব চেয়ে আপনজন শ্রীযুক্ত সুবিমল চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

মিলি। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

[সকলের হাততালি, সভাপতির আসন গ্রহণ]

সুবিমল। সমাগত বন্ধু ও বান্ধবীগণ! আজ সহরের বুকে যে দুঃখ কষ্টের কণামাত্র রূপ দেখেই আপনারা বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন, গ্রামে সেই দুঃখ প্রত্যহ আমাদের দেখতে হয়। দুঃখের এমন নিরুপায় মূর্ত্তি আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। চন্দনা নদীর বানে আমাদের ও অঞ্চলের প্রায় সব জায়গাটাই আজ নদীর গর্ভে। তাদের বৎসরের সঞ্চয় আজ দেবতা লুঠ করেছেন, তাদের প্রাণ আজ ইতিহাসের খেলার সামগ্রী। অথচ আজ যারা কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় সর্ব্বহারা হ'য়ে একটুখানি ফ্যানের জন্য কাঙালপনা ক'রে বেড়াচ্ছে, এদের একদিন বাড়ীভরা মানুষ ছিল, গোলাভরা ধান ছিল, দেবতাকে একমনে ডাকবার মত মন ছিল, দরিদ্রকে অন্ন দান করবার হৃদয় ছিল।

লুসি। (রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়া) ওঃ! প্যাথেটিক্! বয়! সুবিমলবাবুর বলতে কষ্ট হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো না? একগ্লাস বরফ-জল নিয়ে এস। মাঝে মাঝে গলাটা ভিজিয়ে নিলে বলতে একটু আরাম পাবেন। এ সব ফায়ারী লেক্‌চার দিতে পরিশ্রম হয় বেশী। বোঝ না কেন? (বয় চলিয়া গেল)

সুবিমল। আজ আমাদের বিচলিত হ'লে চলবেনা—কাঁদলে

চলবে না, হাহাকার করলে চলবে না। ধীর স্থির হ'য়ে যুগের দানকে বিশ্লেষণ করতে হবে। ভারতীয়ের তথা বিশ্ববাসীর মনে সমবেদনা জাগাবার জন্য ভীষণ propaganda করতে হবে।···মনে রাখতে হবে যে আজ যারা পথে পথে দুটি ভাতের জন্য কেঁদে বেড়াচ্ছে—তারা আমাদেরই ভাই, আমাদেরই স্বদেশবাসী। ওদের ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব নেই।

[বেয়ারা ট্রেতে করিয়া লেমনেড লইয়া ঢুকিল প্রত্যেককে দিল]

সুবিমল। এই যে দেশব্যাপী অনটন, এই যে দেশব্যাপী—(চুমুক দিয়া) এঃ! এই লেমনেডগুলোর টেষ্টই খারাপ হ'য়ে গেছে আজকাল। (ধমক দিয়া) যা বদলে নিয়ে আয়! (বেয়ারার প্রস্থান) এই যে দেশব্যাপী দারিদ্র্যের নগ্নরূপ, ---এর অস্তিত্ব আমরা সহ্য করতে পারছি না। তাই আমরা আজ থেকে এই আর্ত্তত্রাণের জন্য নিজেরা সব কিছু সাহায্য করবো এবং দেশবাসীর কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে এর প্রতিকার করবার চেষ্টা করবো। (চাকর লেমনেড দিল, এক চুমুক খাইয়া) আজ আমাদের দুঃখের দিন। আজ আমাদের ক্লাবের নাম পরিবর্ত্তন করতে হবে, তাই মিতালী সঙ্ঘ নামের পরিবর্ত্তে আজ থেকে এর নাম হ'ল—অন্নদা সঙ্ঘ। (হাততালি)

শোভন। আমাদের আজকের মিটিংয়ের Resolutionটা গভর্ণমেণ্টকে পাঠিয়ে দিলে হত না ?

লুসি। নিশ্চয় পাঠাতে হবে। আমি বাড়ী থেকে একটা খসড়া ক'রে এনেছি, সভাপতি মশায় অনুমতি করলে পড়তে পারি।

সুবিমল। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

লুসি "বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষের করালরূপ দেখিয়া এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে, এবং অবিলম্বে প্রতীকার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সহৃদয় সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে। যে সকল অনশনক্লিষ্ট আত্মা আজ পার্থিব দেহের মায়া কাটাইয়া অমরধামে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের পরিত্যক্ত পরিবারসমূহের জন্য এই সভা সবিশেষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে"।

শোভন। ছোট্টর ওপর ভাল হয়েছে জিনিষটা।

সুবিমল। বেশ, তাহ'লে ওইটাই পাঠানো হোক। শেলী কোন কথা বলছিস না!

শেলী। আমি তোমাদের এ ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছিনে দাদা।

লুসি। Shame—Shame!

[redacted] এত সহজ জিনিষ বুঝতে আজকাল তোমার কষ্ট হচ্ছে জানতাম না।

সুবিমল। তুই কি বলতে চাইছিস্ ?

শেলী। আমি বলতে চাই, ভিখিরীর দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে থাকো, প্রত্যেকে দু'চারটে ক'রে পয়সা ওদের দিয়ে দাওনা! ঘটা ক'রে সভা ক'রে লাভ কী? দেশের এই অবস্থায় আমরা যে দুঃখিত, এ কথা গভর্ণমেণ্টকে না জানালে কি খুব ক্ষতি হবে?

ঝিল্লি। তাহ'লে চ্যারিটি শো করার কোন মানে হয় না বল?

শেলী। হয়ই না তো! চ্যারিটি শোয়ে তোমাদের বিরাট খরচ-খরচা বাদ দিয়ে কটা টাকা গরীবরা পাবে বলতে পারো? গরীবদের উপকার করবার ইচ্ছের চাইতে নিজেদের আনন্দ করার ইচ্ছেটাই কি বড় নয়?

শোভন। Absurd!

রবীন। Certainly not! শেলী যা বলছে, ঠিকই বলছে!

সুবিমল। Wait! wait! ঝগড়া কোরোনা। তাহ'লে কি সভার নাম পরিবর্ত্তনে তোমার আপত্তি আছে শেলী?

শেলী। একেবারেই না। আমার শুধু ফাঁকা lecture ভাল লাগে না। কাজ করতে হয়—হাতে কলমে কাজ করো।

লুসি। একেও হাতে কলমে কাজ করাই বলে।

শেলী। না।

শোভন। তর্ক ক'রে কোন লাভ নেই। এদিকে পাঁচটা বাজলো। আমাদের আর দেরী করা চলে না। বিমলদা' কি এখন যাবে?

সুবিমল। দাঁড়াও, ঠাকুরটা ফুলকপির সিঙ্গাড়া ভাজছিল দেখলাম, —কতকগুলো খেয়ে যাওয়া যাক! ততক্ষণ হল ঘরে চলো। লুসি একখানা গান গাইবে।

লুসি। থাক্‌না! ফ্ল্যাটারী না হয় নাই করলে!

সুবিমল। Really! এটা আমার অন্তরের কথা। চলো।

[সকলে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু রবীন ও শেলী বসিয়া রহিল]

তোরা যাবিনে?

মিলি। অবান্তর প্রশ্ন।

[সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া অন্য ঘরে প্রস্থান করিল। রবীন ও শেলী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল]

[একটু পরে]

রবীন। সিনেমায় গেলেনা কেন? মনটা ভাল থাকতো।

শেলী। বাজে—বাজে—বাজে! আমার আর এ সব কিছু ভাল লাগছে না রবীনদা! [উঠিয়া জানলার কাছে গেল] চারদিকে কেবল ফ্যান দাও—ফ্যান দাও চীৎকার। ওঃ! horrible

রবীন। চলো, বাইরে কোথাও যাবে?

শেলী। মন সঙ্গে যাবে—উপায় কী?

রবীন। তা' বটে।

শেলী। 'শো' কবে আমাদের?

রবীন। Next weekএ।

শেলী। গানটা আমার শুনেছ ?

রবীন। শুনেছি। অদ্ভুত হয়েছে।

শেলী। Really ?

রবীন। Sincerely !

শেলী। যাক্ বাবা, ভয় ঘুচলো। অনেকগুলি distinguished লোক আসবেন সেদিন।—যাঁরা জীবনে কোনদিন বাংলা থিয়েটারে পা দেননা—এমন সব লোক।

রবীন। তুমি মেডেল পাবে—দেখে নিও !

শেলী। কী এনেছিস রে ? পুডিং ? এস রবীনদা, একটু পুডিং খাও।

রবীন। দাও।

[শেলী চামচ দিয়া এক টুকরা মুখে দিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল।]

শেলী। You devil, you have spoiled the whole thing ! পোড়ালে কী ক'রে ?

ঠাকুর। একটুখানি ভুলের জন্য দিদিমনি—

শেলী। হ্যাঁ, তোমার একটুখানি ভুলের জন্য আমাদের অনেকখানি কষ্ট পেতে হ'ল ! কাজেই তোমার পাঁচটাকা ফাইন করলাম। এ টাকাটা গেলে ভবিষ্যতে সাবধান হবার কথা তোমার মনে থাকবে। উল্লুক কাঁহাকার। খাবার জিনিষ নিয়ে তুমি তামাসা করো ! Get out ! Get out !

[প্লেট ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। দেওয়ালে লাগিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া প্লেটখানি ভাঙিয়া গেল।]

বাইরে

—দুই—

[ওই বাড়ীরই সদর অংশ। প্রকাণ্ড গেট্—ফুটপাথের মাথায় বারান্দা। ছাদে রেলিং। একটি ৬০-৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ ডাষ্টবিনের মধ্যে হাত ভরিয়া খাদ্য খুঁজিতেছিল এবং গান করিতেছিল]

বৃদ্ধ। মন তুমি কৃষি কাজ জাননা—
এমন মানব জনম রইলো পতিত······শালারা কি এক টুকরো খাবার কোথাও রেখেছে? ছাত্তোর, বড় লোকের নিকুচি করেছে! (উঠিয়া দাঁড়াইল)···আবাদ করলে ফলতো সোনা। মন তুমি কৃষি কাজ জানোনা—
মন তুমি—

[ঠিক সেই মুহূর্ত্তে উপরের বারান্দায় লুসিকে দেখা গেল। সে একটা গোটা কমলালেবুর খোসা পথে ফেলিয়া দিল। লোকটি গান ভুলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে বাঘের মত তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। খোসা তুলিয়া দেখিয়া বলিল]

বৃদ্ধ। যাঃ শালা! এক কুচিও যে লেগে নাইরে! (খোসা ফেলিয়া গান ধরিল) মন তুমি কৃষি কাজ জানো না.

এমন মানব জনম রইলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোণা।

[চলিয়া গেল। লুসির পাশে সুশোভন আসিয়া দাঁড়াইল। লুসি হাসিয়া বলিল]

লুসি। জান শোভন, hunger মানুষকে কী ভাবে অমানুষ করে এখুনি তার প্রমাণ পেলাম।

শোভন। কী রকম ?

লুসি। লেবু খেয়ে খোসাটা ফেলেছিলাম রাস্তার ওপর। তক্ষুণি একটা ভিখিরী এমন ভাবে বস্তুটার ওপর গিয়ে পড়লো—

শোভন। ভেবেছিল সত্যি কমলালেবু বুঝি ?

লুসি। হ্যাঁ।

শোভন। Poor soul !

[উভয়ে হাসিয়া ভিতর দিকে চলিয়া গেল। একটু পরে ছিন্ন বসন পরিহিত তারিণী মণ্ডল ও গৌরী প্রবেশ করিল। গৌরীর ডান হাতে একটা পুঁটলি ও বাঁ হাতে মাটির সরা]

তারিণী। দাঁড়া ! একটু জিরিয়ে নিই।

[ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল]

তারিণী। আচ্ছা, ও বাড়ীটা থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিলে কেন বল দেখি ! আমরা তো ওদের কোন ক্ষতি করিনি ! বাড়ীর বাইরে গাড়ীবারান্দার তলায় থাকলে কী দোষ ?

গৌরী। তাঁদের হয় তো ভাল লাগছিল না বাবা ?

তারিণী। ভালই বা লাগবে না কেন ? আমরা তো মানুষ—কুকুর বেড়াল তো আর নই। আমাদেরও তো সব ছিল, বিজলীবাতি না হয় ছিল না, কিন্তু কেরোসিনের আলো তো ছিল! এমনভাবে আমাদের দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে একটু মায়া লাগলো না ওদের ? হ্যারে !

গৌরী। সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে, সময় থাকতে একটু আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। ওঠো বাবা !

তারিণী। কিন্তু আর যে আমি হাঁটতে পারছিনে গৌরী ! এখানেই আজকের মত যা হয় কিছু কর।

গৌরী। তবে ঐ গাড়ীবারান্দার তলায় এসো।

তারিণী। তাই চল্ !

[উভয়ে উঠিয়া গিয়া গাড়ীবারান্দার তলায় গেল। গৌরী পুঁটলি খুলিয়া একখানি কাঁথা বিছাইয়া দিল। তারিণী বসিতেই সে বলিল]

গৌরী। একটু তামাক সেজে দেব বাবা ? তামাক খাবে ?

তারিণী! তামাক ? দে।

[গৌরী তামাক সাজিতে লাগিল। তারিণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল]

তারিণী। একটা কথা আমি কিছুতে বুঝতে পারছিনে গৌরী ! মানুষগুলো ফ্যান চাইছে কী রকম ক'রে ? 'ভাত' কথাটা কি এরা ভুলে গেল ?

গৌরী। ভুলে যাবে কেন বাবা? মনে ঠিকই আছে। কিন্তু গেরস্ত আর কত ভাত দেবে বলতো? তাদেরও তো রোজগার ক'রে আনতে হয়?

তারিণী। তা বটে।

[গৌরী কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে পিতাকে দিল। তারিণী হুঁকায় বসাইয়া তাহাতে টান দিল]

তারিণী। সে জিনিষ আর পাওয়া যাচ্ছে না—বুঝলি গৌরী? দেশের তামাকের কেমন যেন একটা তাব ছিল।··· আচ্ছা কোথায় যেন খেতে দেয়—ওই লোকটা বললে?

গৌরী। সে অনেক দূর বাবা।

তারিণী। অনেক দূর—না? নাঃ, তাহ'লে হেঁটে যেতে পারবো না। কিন্তু গৌরী আমার চোখের সামনে ওই ফ্যান-গুলো তুই অমন আরাম ক'রে খাস্‌নে মা!

গৌরী। তুমি জানোনা বাবা, ফ্যান খুব ভাল জিনিষ।

তারিণী। ছাই জিনিষ। ফ্যানতো গরুতে খায়। মানুষ কি তবে গরুর খাবার খাবে নাকি আজ কাল?

[উত্তরে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে গৌরী কহিল]

গৌরী। কই দাদাতো এখনও এলোনা বাবা, সেই কাল সকালে বেরিয়েছে!

তারিণী। (দপ্‌ করিয়া রাগিয়া উঠিয়া) আসেনি, তার আমি কী করবো? গেল কেন ভিক্ষে করতে? কে তাঁকে

বলেছিল ভিক্ষে ক'রে এনে বাপকে খাওয়াতে ? মরেছে হয়ত কোথাও গাড়ী চাপা পড়ে।

গৌরী। অমন কথা বোলোনা বাবা ! কষ্ট হয় না ? তুমি না হয় বেরিয়ে একটু খুঁজে দেখো।

তারিণী। কোথায় খুঁজবো আমি তাকে ? এ তোর অন্যায় কথা না ? আমি তোদের এসব গোলমালের মধ্যে নেই। আমি বুড়ো মানুষ, নিজে মরছি নিজের জ্বালায়, এখন ওসব ভ্যাজাল আমি ঘাড়ে নিতে পারবো না।···তা ছাড়া বেরিয়ে যে দেখবো—এ শালার জায়গার কিছু ঠিক আছে ? এই শুনি শ্যামবাজার, এই শুনি রাধাবাজার, ···আমি পারবো না।

[গৌরী নিরুপায়ের মত এক কোণে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং তারিণী নির্বিকার চিত্তে তামাক টানিতে লাগিল। পথ দিয়া লোক চলাচল করিতেছে। হঠাৎ সদর দরজা খুলিয়া গেল। শোভন, লুসি ও মিলি বাহির হইয়া আসিল]

শোভন। তা' রবীন শেলীকে বিয়ে করুক না ! Pose করার আবশ্যক কী ?

লুসি। Importance বাড়ানো। আর শেলী মেয়েটিকে যত নিরীহ ভাবো, আসলে তত নিরীহ ও নয়। ওর মনে মনে—এরা কারা ?

[redacted]। ভিখিরী দেখছি !

শোভন। বেশ বনেদী ভিখিরী বলতে হবে, ভিক্ষে করেও তামাক খায়।

তারিণী। কী বলছেন?

শোভন। আজ্ঞে না, আপনাকে কিছু বলছি না।

লুসি। শুধু অনুরোধ করা হচ্ছে, আপনি আপনার ওই মূল্যবান কাশ্মীরী কাঁথাখানা নিয়ে—রাস্তায় নেবে বসুন।

তারিণী। এখানে থাকতে পাবো না?

লুসি। না। কেননা সহরে খুব কলেরা হচ্ছে!

তারিণী। ও! বেশ, তাহ'লে নেমেই বস্‌ছি। আয়তো রে গৌরী!

[এই বলিয়া কাঁথা গুটাইয়া লইয়া হুঁকা হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময় বাহির হইয়া আসিল—স্থবিমল। সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিল]

স্থবিমল। What's up?

[ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তারিণী বলিয়া উঠিল]

তারিণী। হুজুর!

স্থবিমল। একি! তারিণী! তুমি এখানে?

তারিণী। হুজুর, আমার আর কিছুই নেই হুজুর। আমার সব গেছে। আজ ছ'মাস থেকে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছি হুজুর।

স্থবিমল। সঙ্গে কে? তোমার মেয়ে?

তারিণী। হ্যাঁ হুজুর গৌরী। গৌরী হুজুরকে প্রণাম কর্!

[গৌরী অগ্রসর হইয়া সুবিমলকে প্রণাম করিল]

তারিণী। আপনি সেই যে চলে এলেন—তারপরে আর তো গাঁয়ে যাননি হুজুর। সেই রাত্রেই চন্দনার বানে আমাদের সব ফেলে চলে আসতে হ'ল !

সুবিমল। তোমার বাড়ীতে ডাকাতির কোন কিনারা হ'ল ?

তারিণী! কী ক'রে বলবো হুজুর ? আমরা তো এখানে !

গৌরী। হুজুর, এটা কি আপনার বাড়ী ?

সুবিমল। হ্যাঁ, কেন বলতো ?

গৌরী। আমরা আজ রাত্তিরের মত এই গাড়ীবারান্দায় থাকবো হুজুর ?

সুবিমল। বেশতো থাকো। কিন্তু অন্ধকারে তোমাদের তো কষ্ট হবে। আচ্ছা দেখছি। (সিঁড়িতে উঠিয়া কলিং বেল টিপিল, একজন চাকর প্রবেশ করিল) আজ রাত্তিরের মত বাইরের এই আলোটা একটা ব্ল্যাক-আউট শেড্ দিয়ে জ্বেলে রাখবি—বুঝলি ?

চাকর। সারারাত জ্বেলে রাখবো হুজুর ?

সুবিমল। হ্যাঁ।

চাকর। যে আজ্ঞে! [প্রস্থান]

সুবিমল। আচ্ছা, আমি তবে এখন যাই মণ্ডল ? বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে হবে।

তারিণী। আচ্ছা হুজুর।

[সুবিমল ও বন্ধুবান্ধবীগণ চলিয়া গেলে গৌরী কহিল]

গৌরী। হুজুরকে খাওয়ার কথাটা বললে না কেন বাবা?

তারিণী। এই দেখ্! কী রকম ভুল হয়ে গেল দেখলি? কী করা যায় বল্‌তো? রাত্তিরে খাবি কী?

গৌরী। আমি খাব কী, না তুমি খাবে কী?

তারিণী। আমার খাওয়ার কথা বাদ দে। তোদের ঐসব ফ্যান-ট্যান আমি খেতে পারবো না।

[তারিণী তামাক টানিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিতেছে। উপরে রেডিও বাজিয়া উঠিল। পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' রেকর্ড। তারিণী বলিল]

তারিণী। কে গান গাইছে রে? আহা! খাসা গলা তো!

গৌরী। সেই যে অনেক দূর থেকে আকাশে গান ভেসে আসে —সেই যে—রিডিও না ফিডিও—কী নাম—তাই বাজছে।

তারিণী। ও!

[গান চলিতে লাগিল। গানের মধ্যে স্টেজে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। গৌরী নিকটস্থ কল হইতে ভাঁড়ে করিয়া জল লইয়া আসিল। গান শেষ হইলে দূরে কোথায় যেন শাঁখ বাজিল। গৌরী হাত তুলিয়া নমস্কার করিল]

গৌরী। মা দুগ্‌গা, মা কালী, মা মঙ্গলচণ্ডী, সবাইকার ভাল কর মা। আমার বাবার ভাল করো, দাদার ভাল করো,

আমাদের গরু বাছুরের ভাল কর, আমাদের গাঁয়ের ভাল করো মা।······সন্ধ্যে হল! আমাদের শাঁখটা থাকলে বাজাতাম।

তারিণী। রাস্তার ধারে ফুটপাতে বসে শাঁখ বাজাবি? তোর ঘরের লক্ষ্মী কি আজকাল ফুটপাতের ধারে এসে শাঁখের বাজনা শোনেন?

গৌরী। তা হোক্। মা লক্ষ্মী সব যায়গাতেই আছেন! তুমি অমন কথা বলো না বাবা, পাপ হবে।

তারিণী। কী বারে বারে পাপ পাপ বলছিস গৌরী? ভিখিরীর আবার পাপ পুণ্য কী?

গৌরী! তুমি ভিখিরী! অমন কথা বলোনা বাবা?

তারিণী। কেন, বলবো না কেন? লক্ষ্মী আমার কোন্ উপকারটা করেছেন শুনি? আমি ময়না গাঁয়ের তারিণী মণ্ডল, গত বছর এই সময় আমি দু'হাজার বিঘে জমির মালিক, আর আজ? এক চন্দনার বানে আমার সব পয়সা ধুয়ে মুছে সাফ হ'য়ে গেল! ফুটপাথে এসে বাসা বেঁধেছি, ধোয়া কাপড় পরা ভদ্দর লোক দেখি, আর তার কাছে গিয়ে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে হাত পেতে দাঁড়াই। ভিখিরী নয়তো কী?

[গৌরী চুপ করিয়া রহিল]

তবে হ্যাঁ, আর বেশী দিন এ কষ্ট সহ্য করতে হবে না— আমার হ'য়ে এসেছে। ময়না গাঁয়ের তারিণী মণ্ডল

কোলকাতা সহরের ফ্যান খেতে খেতে এবার ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেছে।…তা, এদিকে কাজ কম্মোও অনেক ছুট্টি ক'রে নিয়েছি। ছেলেটা তো গাড়ী চাপা পড়েছে নির্ঘাৎ, বাকী থাকলো তোর বিয়ে।

গৌরী। বাবা, তুমি থামো বাবা!

তারিণী। থামলেই কি আর থামা যায়রে? (চুপ করিয়া তামাক টানিতে লাগিল) কাল রাত্তিরে স্বপ্ন দেখলাম, জানিস গৌরী, তোর মা যেন রাস্তাটার আলোর নীচে দাঁড়িয়ে আছে। আমায় দেখে কাঁদতে লাগলো। বললে—তুমি আজ ফুটপাতে শুয়ে আছ! তোমার যে ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, তোমার যে সর্দ্দি হবে! শোন্ একবার কথাটা! যেন আমি ময়না গাঁয়েই শুয়ে আছি। যেন এই কোলকাতায় থাকাটাই স্বপ্ন দেখছি! কী যে ভুল হয় মাঝে মাঝে।…শেষ বয়সে কোথায় একটু আরাম করবো, ভগবানকে ডাকবো, তা নয় 'ফ্যান দাও' 'ফ্যান দাও' বলে ছোটো মানুষের পিছু পিছু!……আর এ শালার জীবনও কি যাবার নাম করছে? শালা যেন মৌরসী পাট্টা নিয়েছে। যতই কষ্ট দাও, না খেতে দাও, গাড়ী চাপা দাও, শালা যেতে চায় না কিছুতেই! ধ্যাৎ!

[গৌরী চোখ মুছিতেছিল। হঠাৎ দরজা খুলিয়া গেল, তীব্র আলোর রেখা ফুটপাথে আসিয়া পড়িল। সুসজ্জিত রবীন ও শেলী বাহির হইয়া আসিল]

রবীন। সত্যি আমার কথা বিশ্বেস করছোনা শেলী? You look divine this evening!

শেলী। No more please! ঠাট্টাটা আমি বুঝি রবীনদা! বল, কোথায় যাবে?

রবীন। চৌরঙ্গী।

শেলী। But I don't like the spot. It is always so crowded!

রবীন। I see, you want a solitary corner! I'snt it?

শেলী। Rather.

রবীন। O. K. darling! চলো! এই দেখ! ভিখিরীগুলো আবার এখানে এসে জুটেছে!

শেলী। বাস্তবিক মহামুস্কিল হয়েছে এদের নিয়ে। তাড়াবোই বা কত? এই তোমরা এখানে এসে বাসা বেঁধেছ কেন?

তারিণী। বাসা বাঁধবো কেন? রাত্তিরের মত জায়গা নিয়েছি, ভোর হ'লেই চলে যাব। তা ছাড়া এত'ল আমাদের হুজুরের বাড়ী।

শেলী। যারই বাড়ী হোক, এখানে এসেছ কেন?

গৌরী। (পিতাকে থামাইয়া) বানে আমাদের বাড়ী, ঘর, দোর সব ভেসে গেছে কিনা, তাই—

শেলী। তাই আমাদের বাড়ীর সামনেটা নোংরা করতে এসেছ! না। এখান থেকে তোমাদের চলে যেতে হবে।

গৌরী। কোথায় যাবো?

শেলী। চুলোয়, কিম্বা আরও কোন better shelterএ! That's not my look out! আমি এসে দেখতে চাই, তোমরা এখানে নেই! বুঝলে? এস রবীনদা?

[উভয়ে অগ্রসর হইতেই গৌরী ডাকিল]

গৌরী। শুনুন!

রবীন। তুমি ততক্ষণ এর সঙ্গে কথা বলো, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনি।

শেলী। বেশ। (রবীনের প্রস্থান) বলো!

গৌরী। বলছিলাম কি—যে, আমার দাদা কাল সকালে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেননি। আমাদের কয়েক আনা পয়সা দেবেন? তাহ'লে বাবাকে কিছু খেতে দিতে পারি। নইলে—(চোখ মুছিল) বাবাকে আর ফ্যান খাওয়াতে আমি পারছিনা।…আমার বাবা—আমার বাবা আজ ফ্যান খাচ্ছে, শত্রুও এ কথা বিশ্বেস করবে না। আপনারা বড় লোক—

[শেলী এতক্ষণ অপলক চোখে গৌরীকে দেখিতেছিল, এইবার ধীরে ধীরে তাহার কাছে গেল]

শেলী। তোমার নাম কি?

গৌরী! আমার নাম গৌরী।

শেলী। তোমাদের বাড়ী কোথায়?

গৌরী। ময়না গ্রামে। চন্দনানদীর ধারে।

শেলী। সেখানে তো আমাদেরও বাড়ী। আমরা সেখানকার জমিদার।

গৌরী। তাহ'লে কি আপনি আমাদের হুজুরের—

শেলী। বোন।

গৌরী। ও! (সসম্ভ্রমে কাছে গিয়া প্রণাম করিল)

[গৌরী প্রণাম করিয়া উঠিয়া ছুটিয়া গিয়া তারিণীকে ডাকিল]

গৌরী। বাবা! বাবা! শীগ্‌গির উঠো! ওই দেখ, কে এসেছেন?

তারিণী। কে? কে?

গৌরী। আমাদের হুজুরের বোন!

তারিণী। রাণী দিদি! আমাদের রাণী দিদি কই?

[উঠিয়া আসিয়া গড় হইয়া শেলীর সামনে লুটাইয়া পড়িল। শেলী যেন পাথর হইয়া গিয়াছে]

শেলী। থাক্—থাক্—তুমি আমাকে প্রণাম করছো কেন?

তারিণী। ওই কথাটি তুমি বলোনা দিদি। তোমরা হ'লে আমাদের জমিদার—রাজা—মর্ত্ত্যের ভগবান। তোমার পায়ের কাছে মাথা নোয়াবনা তো কার কাছে নোয়াব?

শেলী। না—না তাই বলে—

তারিণী। আরে দুর! এই কোলকাতায় এসেই তোমরা এমন সব কথাবার্ত্তা বলতে শিখেছ? নইলে প্রজা—রাজার পায়ে মাথা রাখবো! তার মধ্যে আবার লজ্জার কী আছে গো? বিপদে প্রজার আশ্রয়ই হ'ল রাজার চরণ!

শেলী। তা' তোমাদের রাজার চরণে তোমরা আশ্রয় নাওনি কেন?...এতই যদি সহজ উপায় ছিল—তবে তোমরাই

বা রাস্তায় রাস্তায় 'খেতে দাও' 'খেতে দাও' বলে চেঁচাচ্ছো কেন? আর আমরাই বা তোমাদের জন্যে মিটিং ক'রে মরছি কেন?

তারিণী। হুজুর তো এখন আর গাঁয়ে থাকেন না, তাই তাঁর চরণ দর্শনে এত বিলম্ব হল। আজ আমার জীবন সাথক, আজ তোমাদের দুজনেরই দেখা পেলাম। (একটু চুপ করিয়া) কত কথাই যে আজ মনে পড়ছে! তোমার যখন ভাত দিদি, কত্তা তখন বেঁচে। ময়দা-মাখিয়ে ঠাকুরটার আগের রাত থেকে কী যেন একটা অসুখ হ'ল। কর্ত্তা তখন আমাকে ডেকে বল্লেন—'তন্বী'! কত্তা আদর ক'রে আমাকে ওই নাম ধরেই ডাকতেন। ডেকে বল্লেন—তন্বী, তাহ'লে কি এই পাঁচমণ ময়দা মাখার অভাবে আমার ইজ্জৎ নষ্ট হবে? পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললাম—যতক্ষণ আমার জীবন আছে, ততক্ষণ আপনার ইজ্জত আমার হাতে রইল হুজুর। আশীর্ব্বাদ করুন—যেন পারি। তিনি একটু হেসে বল্লেন—আশীর্ব্বাদ করতে হবে না, তুই এমনিই পারবি! মেখে দিলাম দিদি, সেই পাঁচমণ ময়দা, একাই। মেখে, লেচি ক'রে, বেলে দিয়ে যখন উঠলাম, তখন রাত দুটো। কত্তা জেগেই ছিলেন, কাছে এসে বল্লেন—কী চাস?

[রবীন প্রবেশ করিল]

রবীন। ট্যাক্সি এসেছে শেলী! My God! তুমি এখনও ওদের সঙ্গে কথা বলছো?

শেলী। হ্যাঁ! ট্যাক্সি ফিরিয়ে দাও, আমি বেড়াতে যাবো না। হ্যাঁ। তারপর কী হ'ল মোড়ল? তারপরে কী হ'ল?

তারিণী। আমি বল্লাম—আর একবার পায়ের ধুলো চাই। তিনি হেসে বল্লেন—ন পাড়ার একশো বিঘের আম বাগানটা তোকে দিলাম। কাল এসে লেখাপড়া ক'রে নিস্। সে রাজাও আর নেই দিদি, সে প্রজাও নেই। নইলে এই পাপে আমাদের ভুগতে হবে কেন? আর তোমরাই বা গাঁ ছেড়ে সহরে চলে আসবে কেন?

রবীন। চলো শেলী!

শেলী। ট্যাক্সি ফিরিয়ে দিতে বললাম যে! তুমিও আজ বাড়ী যাও,—আমি কোথাও যাবো না।

রবীন। বারে! হ'ল কি?

শেলী। কিছু হয়নি, তুমি যাও। আচ্ছা মোড়ল, এই দশটা টাকা নাও। আমি বাড়ীতেই রইলাম, তোমাদের কোন অসুবিধে হলে আমাকে জানিও। আর কাল থেকে তোমরা যাতে আমাদের বাড়ীতে খেয়ে দেয়ে থাকতে পারো, দাদা এলে আমি সে ব্যবস্থা করবো। কী বল?

তারিণী। তাতো করবেই দিদি! তুমি যে আমাদের দিদিরাণী। আমাদের দুঃখ তুমি বুঝবে না তো কে বুঝবে?

শেলী। খুব বুঝে দরকার নেই। বেশী বুঝলে আবার মিটিং করতে হবে!

[প্রস্থান। রবীন হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া shrug করিয়া চলিয়া গেল। টাকাটা লইয়া তারিণী দেখিতে লাগিল।]

তারিণী। এমনি নোট যে আমার কতগুলো রাঙা আমগাছতলায় থেকে গেল তার ঠিক নেই।

গৌরী। ও কথা থাক্ বাবা। এখন দেখ কিছু খাবার জোগাড় করতে পার কি না! কী আনবে বল তো বাবা? অনেক দিন মাছ খাওনি—একটু মাছ আনবে? চালে ডালে খিঁচুড়ী, আর মাছ ভাজা, কি বল বাবা? না—হুধ-মুড়ি আর কলা আনবে? তার চেয়ে খিঁচুড়ী কিন্তু ভাল বাবা—বুঝলে?

তারিণী। আরে—তাতো বুঝলাম! তুই রাঁধবি কোথায়?

গৌরী। কেন ওইখানে! তিনখানা-তিনখানা ছ'খানা ইঁট পেতে নেব, তারপরে—ও! কড়া খুন্তি নেই যে! তার ওপর তেল নুন-মশলা—না না থাক্ বাবা, তুমি মুড়ি টুড়ি নিয়ে এস।

তারিণী। তাই আনি।

গৌরী। তার চেয়ে তুমি দিদিরাণীকে খাওয়ার কথা বললেনা কেন বাবা?

তারিণী। মনে ছিল না রে! ওদের দেখলে আমি যেন খিদে টিদে ভুলে যাই। ওরা জমীদার, আমাদের মাথার

মণি। আজ পেন্নাম ক'রে একটা টাকাও দিতে পারলাম না—উল্টে নিলাম।

[ধীরে ধীরে লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ। তিনি আসিয়া জমীদার ভবনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন।]

দীন। ওহে কত্তা! বলতে পারো, এইটেই কি ময়নার জমীদারের বাড়ী?

তারিণী। কে! খুড়োর গলা না?

দীন। কে কথা বলছো হে—তারিণী? আজ তোমার এই দুরবস্থা। সবই শ্রীভগবানের ইচ্ছা।

তারিণী। ভাল আছ তো খুড়ো?

দীন। আর ভাল থাকাথাকি কি বল? এখন শেষ ক'টা দিন গঙ্গাস্নান আর গুরুর অর্চ্চনা ক'রেই কাটাব ঠিক করেছি। বয়স তো হ'ল!

তারিণী। তাতো হ'লই। হ্যাঁরে গৌরী, আমরাতো একদিনও গঙ্গাচ্চান করলুম না! আর করবো কি? মা গঙ্গা কি সে উপায় রেখেছেন? পেটের ধান্দায় ঘুরবো, না পুণ্যির ধান্দায় ঘুরবো? কী শালার কপাল নিয়েই জন্মেছিলাম খুড়ো? ছেলেটা কাল মটর-চাপা পড়েছে—শুনেছ?

দীন। সে কি হে! আমাদের শিবু?

গৌরী। না না—আপনি বাবার কথা শুনবেন না। দাদা কাল কিছু যোগাড় করতে বেরিয়ে এখনও ফেরেনি কিনা—তাই।

দীন। ও! তাই?

তারিণী। তোমার কাছেও তো আমি শ পাঁচেক টাকা পাবো খুড়ো! দাওনা—এখন কিছু? একখানা খোলার ঘর ভাড়া ক'রে ছেলেটাকে আর মেয়েটাকে নিয়ে একটু আরামে থাকি! দেবে?

দীন। এ—খন? কোথায় পাব তারিণী? আমার কি আর সে দিন আছে? দিন আসুক—পাবে বৈকি—নিশ্চয় পাবে। তোমার হক্কের টাকা যাবে কোথায়? (গৌরীর দিকে চাহিয়া) তা' মেয়েটার যা'হোক কিছু একটা গতি করো! বয়স যে পার হ'তে চললো!

তারিণী। তা কী করবো? ভেবেছিলাম বিয়ে দিয়ে মেয়ে-জামাই ঘরেই রাখবো? ঘর কই যে থাকতে দেব? টাকা কই যে বিয়ে দেব? বিয়ে দাও, বললেই তো হ'ল না! তারিণী মণ্ডলের মেয়ের বিয়ে—খুব সহজ কথা নাকি?

দীন। না না আমি সে কথা বলছি না। আমি বলছিলাম, বয়স ত হ'ল, আর কেন? বিয়ে দিতে না পারো, বাবুদের বাড়ীর কাজে লাগিয়ে দাও। বসে থাকবে কেন?

তারিণী। হ্যাঁ তা পারে। বাবুদের বাড়ী কাজ করতে পারে। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

দীন। আপত্তি থাকবে কেন? বাবু এখনও বে-থা করেন নি—সন্ন্যাসীমত হ'য়ে আছেন। ওর ওপর যদি তাঁর স্নেহ পড়ে—প্রজা ধরো, রাজার সন্তান তুল্য—

তারিণী। বটেই তো—বটেই তো। আচ্ছা আমি বলবো বাবুকে কাল সকালে।

দীন। হ্যাঁ তাই বোলো। চিরকাল ভালবেসে এসেছি, দেখা হ'ল, একটা সদ্‌যুক্তি দিয়ে গেলাম।...তা' খাওয়া-দাওয়ার কী রকম কী ব্যবস্থা হচ্ছে?

তারিণী। আমার ব্যবস্থা প্রায়ই উপোস। গৌরী আর শিবে থাকতে না পেরে মাঝে মধ্যে ফ্যান-ট্যান খায়। আর আমাকে বলে—ফ্যান খেলে শরীর ভাল হয়। আমি যেন বুঝিনে—আমি যেন বোকা! আজ দিদিরাণী এই দশটা টাকা দিয়ে গেল, তাই দিয়ে কিছু আনি গে।

দীন। বল কী হে! দশটা টাকা দিয়ে গেল! কাপ্তেনটি কে হে?

তারিণী। আরে কাপ্তেন কেন হবে খুড়ো? আমাদের বাবুর বোন — দিদিরাণী!

দীন। দিদিরাণী!

তারিণী। হ্যাঁ গো!

দীন। ও!

[দীনবন্ধু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পথ দিয়া একজন ভদ্রবেশী যুবক ও একজন ছিন্নবসন পরিহিত ভিখারী কথা কহিতে কহিতে চলিয়া গেল]

ভদ্র। কেন বিরক্ত করছো! বলছি যে পয়সা নেই।

ভিখারী। আছে বাবা—আছে। তোমার জয় হোক—তুমি রাজা হও বাবু, আমি আজ সমস্ত দিন কিছু খাইনি!

ভদ্র। আঃ! বেশী বিরক্ত করলে আমি পুলিশ ডাকবো! Nonsense!

ভিখারী। না না—পুলিস ডেকোনা বাবা। একটা পয়সা দাও, না হয়—দোকানে বলে দাও—কিছু দিতে। আমি আজ সমস্ত দিন কিছু খাইনি বাবু! জয় হোক বাবু! বাবুগো! [উভয়ের প্রস্থান]

দীন। তা' আমি এসে পড়েছি যখন—তখন তুমি কেন আর কষ্ট ক'রে এই দুর্ব্বল শরীর নিয়ে দোকানে যাবে? আমায় দাও, আমিই এনে দিয়ে যাচ্ছি।

তারিণী। তুমি ব্রাহ্মণ! তুমি আমার জিনিষ ব'য়ে আনবে? আমার অদৃষ্টে আর কী বাকী রইল খুড়ো!

দীন। ওরে বাবা, তাতে দোষ হয় না। আতুরে নিয়ম নাস্তি।

তারিণী। বেশ, তবে এই নাও। খুড়ো কী কী আনবে বলে দেতো গৌরী!

গৌরী। বেশী কিছু আনবার দরকার নেই। চার আনার মুড়ি আর চার আনার গুড় আনলেই চলবে।

তারিণী। আর জল?

গৌরী। সে আমি আগেই এনে রেখেছি।

দীন। আচ্ছা।...আহা! তোমাকে দেখে আজ আমার বড় কষ্ট হ'ল। হাজার হোক—গ্রামের লোক—বহুদিনের জানাশোনা—দুর্গা! দুর্গা!

[চলিয়া গেল। গৌরী পথের উপর আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল]

তারিণী। আমি একটু শুলামরে গৌরী! খুড়ো এলে আমায় ডেকে দিস।

গৌরী। আচ্ছা।

[তারিণী শুইয়া পড়িল। গৌরী অপেক্ষা করিতে লাগিল। একজন যুবকের প্রবেশ। তাহার নাম মণিমোহন। পোযাক পত্রে খুবই আধুনিক। সে পথ চলিতে গৌরীকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর অগ্রসর হইয়া সুমিষ্টকণ্ঠে বলিল]

মণি। নমস্কার! আপনি কি কারুর জন্যে অপেক্ষা করছেন?

গৌরী। এ্যাঁ! না, ওই যে চক্কোত্তি দাদু, দশ টাকার নোটখানা নিয়ে আমাদের জন্যে খাবার আনতে গেছেন কিনা, তাই—

মণি। বুঝতে পেরেছি। তাই তাঁর জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন?

গৌরী। হ্যাঁ। (বলিয়া আবার পথের দিকে চাহিয়া রহিল)

মণি। এই বাড়ী কি আপনার ?

গৌরী। না। বাড়ী হ'ল আমাদের জমিদারের—আমি আর বাবা গাড়ীবারান্দায় থাকি।

মণি। ও! আপনি আর আপনার বাবা ওই গাড়ীবারান্দায় থাকেন ?

গৌরী। হ্যাঁ। (আবার পথের দিকে চাহিতে লাগিল)

মণি। রাত্রে—কিছু মনে করবেন না—এভাবে একলা থাকাটা কি উচিত ?

গৌরী। একলা কেন থাকবো ? বাবা থাকেন, দাদা থাকেন—ভয় কী ?

মণি। ও! আপনার এক দাদাও আছেন তাহ'লে ?

গৌরী। হ্যাঁ। (পথের দিকে চাহিয়া রহিল)

মণি। কোথায় আপনাদের বাড়ী ?

গৌরী। ময়না গাঁয়ে।

মণি। ও! আপনার স্বামী বুঝি এখানে থাকেন না ?

গৌরী। স্বামী কেন থাকবে ? আমার যে বিয়েই হয়নি!

মণি। ও! আপনার বিয়েই হয়নি! আপনি কুমারী ?

গৌরী। হ্যাঁ। (পথের দিকে চাহিল)

মণি। এভাবে কষ্ট না ক'রে আপনি আশ্রমে থাকলেই পারেন।

গৌরী। কিসের আশ্রম ?

মণি। মেয়েদের। আপনাদের মত যারা অল্প বয়সে সর্ব্বহারা,

তাদের জীবনকে সার্থক করতে আমরা এই আশ্রম খুলেছি। দেশের বড় বড় লোক এতে সাহায্য করছেন। মা বোনদের চোখের জল আমরা মোছাবো না তো কে মোছাবে বলুন? এই যে সোণার বাংলা ভরে আজ অনাহারের দীর্ঘ নিশ্বাস—

গৌরী। আচ্ছা, আপনি মানববাবুকে চেনেন?

মণি। কে মানববাবু?

গৌরী। সে আর একজন লোক। একদিন আমাদের বাড়ীতে ছিল। তারপর তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল। সেও এই রকম বাংলা দেশ—বাংলা দেশ—বলে কী সব বলতো!

মনি। তা হবে—আমি চিনি না। তিনি বুঝি খুব দেশের কথা বলতেন?

গৌরী। হ্যাঁ। (পথের দিকে চাহিল)

মণি। আমাদের আশ্রমে আপনার মতো আরও বহু মেয়ে আছে। সকলেই ছিল আপনার মত পথচারিণী, আজ তারা ভগবানের আশীর্ব্বাদে গৃহবাসিনী। আবার তারা সব ফিরে পেয়েছে। ফিরে পেয়েছে তাদের সুখ শান্তি, ফিরে পেয়েছে নিজেকে।

গৌরী। বেশ ভালতো! কী করতে হয় আপনাদের আশ্রমে?

মণি। কিছুই না। শুধু একটু কষ্ট ক'রে লেখাপড়া শিখতে হয়, তাদের বাপমাদের দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য টাকা-

পয়সা আমরাই পাঠাই। মেয়েরা বড় হ'লে—লেখা-পড়া শিখলে, যারা বিয়ে করতে চায়, ভাল ঘর-বরে তাদের বিয়ে দিয়ে দিই, আর যারা চাকরী ক'রে স্বাধীন ভাবে থাকতে চায় তাদের সে ব্যবস্থা করে দিই। এই দুর্ভিক্ষে এ পর্য্যন্ত মোট চারশো-সাড়ে চারশো মেয়েকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি।

গৌরী। বাবা, দাদা কোথায় থাকবে ?

মণি। আপনি অনুমতি করলে তাঁদের কোলকাতায় আলাদা বাসা ক'রে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দেব। আপনি সম্মতি দিলে আজই তাঁদের হাতে কিছু টাকা দিতে পারি। দেব শ দুই টাকা ?

গৌরী। দু-শো টাকা দেবেন ? আপনি তো আমাকে চেনেন না ? আমি যদি পালিয়ে যাই। (হাসিল)

মণি। (হাসিয়া) কিছু যায় আসে না। মেয়েদের উপকার করাই আমাদের জীবনের ব্রত। এই দুশো টাকা দিয়ে যদি আপনার কিছু উপকার হয়, তাহ'লেই আমাদের কাজ হ'ল !

গৌরী। বারে ! বেশ লোক তো আপনারা ! আচ্ছা বাবা উঠুন, বলি,—আপনি কাল আসবেন।

তারিণী। কার সঙ্গে কথা কইছিসরে গৌরী ? শিবু এল ?

গৌরী। না বাবা। (বলিতে বলিতে বাপের কাছে আগাইয়া গেল) ইনি বলছিলেন আমাকে আশ্রমে গিয়ে থাকতে।

(মণি সরিয়া পড়িল) সেখানে নাকি আরও মেয়ে আছে। তারা সব লেখাপড়া শেখে। তাদের বাপ-মাকেও এঁরা সাহায্য করেন। আমাকে এক্ষুণি দুশো টাকা দিতে চাইছেন!

তারিণী। কই? কে?

গৌরী। ওই যে! কই আপনি এদিকে—একি! তিনি তো চলে গেছেন বাবা।

তারিণী। হুঁ! তুই আমার কাছে এসে বোস। রাস্তায় বেরুবার দরকার নেই। খুড়ো এল মুড়ি আর গুড় নিয়ে?

গৌরী। কই না বাবা!

তারিণী। এত দেরীই বা করছে কেন? কিনবে তো মুড়ি আর গুড়। কী যে করে-এরা! মরছি খিদের জ্বালায়, এদিকে মুড়ি আনতে গেল তো বাঘের মাসী।

[সদর দরজা খুলিয়া গেল। একজন চাকর বাহির হইয়া আসিল]

চাকর। দিদিরাণী বলে দিলেন, তোমরা আর এবেলায় কিছু কিনো-টিনোনা। তিনি ভেতর থেকে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছেন। (প্রস্থান)

তারিণী। দেখলি, দেখলি গৌরী! তুই বলছিলি আমি খাবার কথা বললাম না কেন? আরে, বলতে-হবে কেন? ওরা হল জমিদার—দেবতা। প্রজার মুখ দেখলেই তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা বুঝতে পারে।

গৌরী। কিন্তু চক্কোত্তি দাদু যে মুড়ি কিনতে গেল বাবা!

তারিণী। না—না—ওই আট আনা পয়সা তাহ'লে নষ্ট ক'রে লাভ নেই। চট্ ক'রে গিয়ে বারণ ক'রে দিয়ে আসি, কি বল্? মুড়িতো সকালে মিইয়ে যাবে।

গৌরী। বেশী দেরী কোরোনা বাবা, আমি একলা রইলাম।

তারিণী। নারে না। আমি যাবো আর আসবো।

[যাইবার উদ্যোগ করিতেই সুবিমল প্রবেশ করিল]

সুবিমল। কোথায় যাচ্ছ মণ্ডল?

তারিণী। একটু দোকানে যাচ্ছি হুজুর। দিদিরাণী ভেতর থেকে বলে পাঠালেন কিনা, খাবার পাঠিয়ে দেবেন। তাই—

সুবিমল। ও! শেলীর সঙ্গে দেখা হ'য়েছে তাহ'লে?

তারিণী। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

সুবিমল। বেশ।

[সিঁড়িতে উঠিয়া কলিং বেল টিপিল। চাকর দরজা খুলিয়া দিল। সুবিমল ভিতরে চলিয়া গেল।

তারিণী। একটু সাবধানে থাকিসরে গৌরী, আমি যাবো আর আসবো। (উঠিতে গিয়া টলিয়া পড়িল) শালার শরীরের অবস্থা কী হ'য়েছে দেখছিস? খাবার-টাবার তো সবই হ'ল গৌরী, কিন্তু শিবেটা যে এখনও এল না।···যা বদ্‌রাগী। কথায় কথায় মারধর করা যার অভ্যেস—সে কি কখনও ভিক্ষে করতে পারে!

[প্রস্থান]

[গৌরী একাকী বসিয়া রহিল। দূরে কোথায় যেন বেহালা বাজিতেছে। রক্তাক্ত দেহে শিবু প্রবেশ করিল]

গৌরী। দাদা! তুই এসেছিস দাদা? আমরা তোর জন্যে ভেবে ভেবে—একি! তুই পড়ে গেলি কী ক'রে?

শিবু। চুপ কর্! পড়ে যাইনি। ওদের কাছে ভিক্ষে চেয়েছিলাম ব'লে ওরা মেরেছে। তারপর থানায় পাঠিয়ে দেয়। সেখানে বারো ঘণ্টা থেকে—তোদের খুঁজতে খুঁজতে চ'লে আসছি। কাঁদছিস কেন? চুপ কর্!

গৌরী। ভিক্ষে চেয়েছিলি ব'লে ওরা তোকে মারলো দাদা?

শিবু। মারলোইতো! মারুকগে শালারা! মার কিছু চিরকাল আমরাও এমনি পড়ে পড়ে খাবো না। আমাদেরও আবার জমি হবে, জায়গা হবে, সব হবে। তখন দেখে নেব। কত মারবে ওরা? মারতে মারতে হাত ওদের আপনি ব্যথা হ'য়ে যাবে, তখন নিজে থেকেই ডেকে খেতে দেবে। বুঝলি?

গৌরী। আজ তোকেও সহরে এসে মার খেতে হ'ল দাদা?

শিবু। কী করবো? মারতে কি আমিও পারতাম না। কিন্তু কী করবো, সাহস হ'ল না। একে ত না খেয়ে খেয়ে গায়েও তেমন জোর নেই, আর সহর জায়গা—তাই চুপ ক'রে গেলাম।

গৌরী। আয়! আমি জায়গাটা ধুয়ে নেকড়া বেঁধে দিই।

শিবু। না থাক্! বাবা কোথায়?

গৌরী। দোকানে গেছে—খাবার আনতে।

শিবু। খাবার আনতে মানে? পয়সা কোথায় পেলি?

গৌরী। সে এক মজার ব্যাপার জানিস ? এই যে বাড়ীটা-না ? এটা হ'ল আমাদের হুজুরের বাড়ী।

শিবু। আমাদের ময়না গাঁয়ের হুজুর ?

গৌরী। হ্যাঁরে। দিদিরাণী আজ দশটা টাকা বাবাকে দিয়ে গেল কিনা—

শিবু। বলিস কিরে ! দশ-টা-কা !

গৌরী। হ্যাঁ।

শিবু। তারপর !

গৌরী। আজ খালি গাঁয়ের লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তারপর এল চক্কোত্তি দাছু।

শিবু। কোন্ চক্কোত্তি ? দীনবন্ধু—

গৌরী। হ্যাঁ।

শিবু। সে শালা আবার কী করতে এসেছিল ?

গৌরী। এমনি দেখা হ'য়ে গেল। বললে—তোমার শরীর তুর্ব্বল —টাকাটা আমাকে দাও, আমি গুড় মুড়ি এনে দিচ্ছি।

শিবু। এইরে ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে তাহ'লে। ও শালার হাতে টাকা পড়েছে—ওকি আর ফেরৎ পাওয়া যায় ? শালা কঞ্জুষ ! বাবা কোথায় ?

গৌরী। বাবা গেছেন, তাঁকে বারণ করতে। দিদিরাণী ব'লে পাঠিয়েছে, তিনি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

শিবু। আমি যাই, বাবাকে ডেকে নিয়ে আসি।

গৌরী। তুইও যাবি ?

শিবু। হ্যাঁ যাই।

গৌরী। কিন্তু তোর মাথাটা বেঁধে দিই আয়। রক্ত জমে আছে যে ?

শিবু। আরে রেখে দে। (চলিয়া গেল)

গৌরী। শীগ্‌গির আসিস দাদা !

[শিবু বাহির হইয়া গেল। একজন মাতাল টলিতে টলিতে প্রবেশ করিল]

মাতাল। কী বাওয়া ? তুমি ভিখিরী না ভিখিরীর প্রেতাত্মা ? জীবিত অথবা মৃত, না জীবন্মৃত।...জীবন-মৃত, জীবন-মৃত ! না, মৃত কথাতো হয় না, মৃতই যদি হবো, তবে আমি চলছি কী ক'রে ? ওটা হবে মৃত্যু ! জীবন-মৃত্যু। জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্যু—তুমি কে বাবা ?

গৌরী। আমি।

মাতাল। আমি ! আমিতো এখেনে ! (গৌরী চুপ) কে আমি।

গৌরী। আমি গৌরী।

মাতাল। গৌরী !...কৈলাস ছেড়ে এই ব্ল্যাক-আউটের বাজারে কেন নেমে এলি মা ? এক্ষুণি যে মিলিটারী লরী চাপা পড়বি !

গৌরী। কী বলছেন আপনি ?

মাতাল। আবার আপনি বলে 'বেগোড়' গাইছিস কেন মা ? আমি তোর দাসানুদাস—তুমি—তুই ! দে মা পায়ের ধুলো দে।

[পায়ের ধুলা লইতে গিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। গৌরী সরিয়া গেল]

গৌরী। ছি ছি! এ আপনি কী করছেন?

মাতাল। কী করছি? আমি পরকালের পথ-খরচা সংগ্রহ করছি! মাগো! ছলনাময়ী! সংসারে আজ বড় কষ্ট। ঘরে অশান্তি—বাইরে অশান্তি।···আমি ব'লে তাই বেঁচে মরে আছি, অন্য লোক হ'লে মরে বেঁচে যেতো। আমায় নে মা—আমি তোর সঙ্গে কৈলাসে চলে যাই। [গৌরী চুপ] তবে মাগো,—একটা কষ্ট সেখানে খুবই হবে। পাহাড়-পর্ব্বত জায়গা, জলপথে চলবার উপায় নেই, স্থলপথে চলতে হবে।

গৌরী। আপনি চলে যান।

মাতাল। চলে যাবো কী রকম? তুই আমাকে চালিয়ে নে, তবেতো চলবো? তুই হবি চালক, আমি হবো বালক। না, চালকের স্ত্রীলিঙ্গ কী? চালিকা। তুই হবি চালিকা, আমি হবো বালিকা। ন্যাও, ইদিকে আবার জেণ্ডারের গোলমাল হ'য়ে গেল। নাঃ! আজ আর তোর সঙ্গে কৈলাসে যাওয়া হ'লনা মা। ছেলেটার জ্বর হ'য়েছে—মনটা ভাল নেই—তাই একটু বেশী খেয়ে ফেলেছি, কিছু মনে করিস্‌নি মা! চললুম!

[টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। নেপথ্যে 'গেল' 'গেল' 'এই' 'এই', মিশ্রিত শব্দের একটা গোলমাল উঠিল। গৌরী চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু জিনিষপত্র ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিল না বলিয়া ছটফট্ করিতে লাগিল]

নেপথ্যে শিবু। গৌরী! শীগ্‌গির আয়, বাবা গাড়ী চাপা পড়েছে।

গৌরী। বাবা!

[ছুটিয়া যাইবে ঠিক এমনি সময় মানব প্রবেশ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল]

মানব। উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই, ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

গৌরী। তুমি এসেছ? এতদিন পরে বুঝি আমাদের মনে পড়লো? আমাকে ছেড়ে দাও, আমার বাবা—

মানব। গাড়ীচাপা পড়েছে? শুনেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে তুমি বেঁচে গেছ!

গৌরী। বারে! দাদা আমাকে ডাকছে, আমি যাবোনা?

মানব। না। এখন সংসারে কেবল একটিমাত্র ভদ্রলোকের ডাকে সাড়া দেবে, তিনি হচ্ছেন—যমরাজ।

[শিবুর প্রবেশ]

শিবু। গৌরী! বাবা গাড়ীচাপা পড়েছে,—বেঁচে নেই, মরে গেছে। একদম ছাতু ছাতু হ'য়ে গেছে।

[গৌরী আছাড় খাইয়া পড়িল]

গৌরী। বাবাগো! তোমার যে এখনও খাওয়া হয়নি বাবা! আমি কেন মরতে তোমাকে দোকানে পাঠিয়েছিলাম বাবা!

শিবু। শোন্ গৌরী! কাঁদিস পরে। বাবাকে ওরা গাড়ী ক'রে হাঁসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। আমি চললাম সঙ্গে। তুই

হুজুরের বাড়ীর মধ্যে গিয়ে থাকিস—কি যেখানে হয় থাকিস। আমি—আমি তোকে খুঁজে নেব। চল্‌লাম।

[শিবু ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। গৌরী পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। মানব চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সদর দরজা খুলিয়া গেল। শেলী বাহির হইয়া আসিল]

শেলী। বাইরে গোলমাল হ'ল কিসের ?

গৌরী। (উঠিয়া) ও দিদিরাণী ! আমার বাবা গাড়ীচাপা পড়েছে দিদিরাণী ! আমার বুড়ো বাবা আজ দু'দিন থেকে উপোস ক'রে ছিল দিদিরাণী !

শেলী। Very sad. তা' তুমি বাইরে পড়ে থেকে কী করবে জিনিষপত্র নিয়ে ভিতরে চল।

মানব। কিন্তু আমার কিছু বলবার ছিল ! এই জীবে-দয়ার স্থায়ীত্ব কতক্ষণ ?

শেলী। কে ? (অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) My God ! তুমি !

[নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।]



বাইরে

—তিন—

[সুবিমলের শয়নকক্ষ। টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে। সামনে একখানি বই খোলা। সুবিমল বসিয়া বসিয়া মদ্যপান করিতেছিল। হঠাৎ শোঁ শোঁ শব্দে ঝড় উঠিল, মেঘের গর্জ্জন শোনা গেল এবং মুষল-ধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। জানলার কাঁচের শার্সির মধ্য দিয়া বৃষ্টিধারা দেখা যাইতে লাগিল।
সুবিমল সেইদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রেডিওটি খুলিয়া দিতেই গান ভাসিয়া আসিল—"এমন দিনে তারে বলা যায়।" গানের মাঝখানে মানব ঘরে প্রবেশ করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। সুবিমল তাহাকে দেখিয়া রেডিও বন্ধ করিয়া কহিল]

সুবিমল। তুমি ? মানব !

মানব। হ্যাঁ। দেব, দৈত্য, যক্ষ-রক্ষ কিম্বা কিন্নর নই, নিতান্তই মানব।

সুবিমল। তুমি কি মাটি ফুঁড়ে উঠলে নাকি হে ?

মানব। তার মানে কবর থেকে বলছোতো ? না তোমার মত বাদল-বিলাসীদের ভূত হ'য়ে ভয় দেখাতেও লজ্জা করে।

সুবিমল। খোঁচা দেবার স্বভাবটা যায়নি দেখছি ! তা' ছিলে কোথায় এতদিন ?

মানব। পায়ে হেঁটে বাংলা দেশ দেখতে বেরিয়েছিলাম।

সুবিমল। কেমন দেখলে বাংলা দেশ?

মানব। চমৎকার আত্ম-বিস্মৃত। মশা, মাছি, ম্যালেরিয়া, ব্যাঙের ডাক, ঝিঁঝিঁর ডাক আর দলাদলি নিয়ে দিব্যি সুখে আছে।

সুবিমল। সম্প্রতি আর বেড়াবার ইচ্ছে নেই তো?

মানব। না।

সুবিমল। শেলীর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

মানব। হ্যাঁ।

সুবিমল। শেলী আজও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে—খবর রাখো?

মানব। না। কিন্তু এতবড় খবর যখন—তখন সেটা এ-পির through দিয়ে কোন দৈনিকে পাঠিয়ে দিলেই পারতে! শেলী আমার জন্য আজও অপেক্ষা করছে, এমন একটা চমৎকার খবর পেয়ে বিশ্ববাসী বিমূঢ় হ'য়ে পড়তো!

সুবিমল। তুই একটুও বদলাসনি দেখছি।...শেলী কোথায়?

মানব। গৌরীকে খাওয়াচ্ছে।

সুবিমল। আবার 'গৌরী' জোটালি কোত্থেকে?

মানব। তোমারই জমিদারীর প্রজা, ময়নাগ্রামের তারিণী মণ্ডলের মেয়ে। তারিণী একটু আগেই গাড়ীচাপা পড়েছে কিনা, তাই—

সুবিমল। সেকি রে! তারিণী—!

মানব। হ্যাঁ। কিন্তু আমার কাছে অতটা নাইবা চমকালে বন্ধু। চমকানোটা একটু বেশী হ'য়ে গেল না?

সুবিমল। বড় রাস্তায় ?

মানব। হ্যাঁ।

সুবিমল। ছি ছি কি কাণ্ড বল্‌তো ? বৃষ্টি না নামলে গিয়ে দেখে আসতাম !

মানব। সেইজন্য ভগবান বৃষ্টি দিয়ে জয়গাটা ধুয়ে দিচ্ছেন ! ওসব দেখলে যে তোদের কষ্ট হয়, একথা ভগবানও বোঝেন !

সুবিমল। দেশ ভ্রমণের পর তুই একটু 'রুড্‌' হয়েছিস দেখছি !

মানব। অথবা 'ক্রুড্‌' হ'য়েছি—কী বলিস ? তোর সব কথায় আর তেমন ক'রে সায় দিচ্ছিনে—না ?

[সুবিমল একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল]

সুবিমল। উচ্ছন্নে যাক্‌। আমি একটা কথা জিগ্যেস করবো ?

মানব। করো।

সুবিমল। এবার কি শেলীকে বিয়ে করবার সময় হয়েছে ?

মানব। না।

সুবিমল। কারণ ?

মানব। কারণ আমি বিয়েই করবোনা ঠিক করেছি। অনর্থক বাংলার লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে লাভ নেই।

সুবিমল। কিন্তু তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছো, যে তোমার বাবা, আমার বাবাকে এই বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছ্‌লেন।

মানব। তাহ'লে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা ক'রে তবে তাঁদের মরা

উচিত ছিল। মোট কথা, আমার স্ত্রীকে খাওয়াবার সংস্থান নেই।

সুবিমল। আর কিছু না হোক্ পরিহাসটা বুঝি বন্ধু! রায়বাহাদুর বলরাম মিত্রের ছেলে—মানব মিত্রের পয়সা নেই একথা শুনলে শত্রু হাসবে।

মানব। তা হাসুক। কিন্তু সত্যিই আমার কিছু নেই।

সুবিমল। মানে?

মানব। মানে বাড়ীখানা হয়েছে একটি আশ্রম অর্থাৎ Beggar's Boarding. তার ঘরে ঘরে ভিখিরী ভর্ত্তি, আমি নিজে তিনতলার চিলে কুঠুরীটা ঠিক ক'রে নিয়েছি। সম্পত্তি যা ছিল তা দিয়েছি মাসীমার নামে লিখে। তিনিই আশ্রমের মালিক।

সুবিমল। Wonderful!

[শেলী গৌরীকে লইয়া প্রবেশ করিল। গৌরীর পরণে একখানি মূল্যবান্ ডুরে শাড়ী। সে তখনও কাঁদিতেছিল]

সুবিমল। শেলী, আমার সঙ্গে একবার ভেতরে আয়তো!

শেলী। কেন দাদা?

সুবিমল। আয় না! কথা আছে।

[সুবিমল ও শেলী বাহির হইয়া গেল। গৌরী সোফার এক কোণে বসিয়া ক্রমাগত চক্ষু মুছিতে লাগিল। সেইদিকে চাহিয়া মানব বলিল]

মানব। আমাদের এখুনি চ'লে যেতে হবে গৌরী।

গৌরী। কোথায় যাব? আমার দাদা যে এখনও আসেনি। আচ্ছা, আমার বাবাকে ওরা হাঁসপাতালে নিয়ে গেল, বাবা কি বাঁচবে না?

মানব। যদি মরে, তবেই বাঁচবে।

[গৌরী কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া বলিল]

গৌরী। আচ্ছা, বলতে পারেন, কেন এমন হ'ল?

মানব। কেন এমন হ'ল? ওই প্রশ্নটাই শুধু আছে গৌরী, কিন্তু উত্তরদাতা কেউ নেই।

[গোবা মানবের কথা বুঝিল না, শুধু বোকার মত চাহিয়া রহিল]

তবে দুঃখ করবার কিছু নেই—সমস্ত বাংলা দেশে আজ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, চাষা, ভদ্রলোক বলে কোন জাতি নেই; আছে শুধু দুটি মাত্র জাতি, একটির নাম ভুক্ত, আর একটির নাম অভুক্ত। তোমার বাবা, আমার মা, পরাণের পিসে, যদুর জ্যাঠামশাই, সকলেরই আজ এক দশা গৌরী। একই মৃত্যু-তীর্থের যাত্রী সবাই। কোন ভয় কোরোনা, দেশ শুদ্ধ সবাই আজ 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়েছে যমের সিংহ-দরজার সামনে। যারা আগে আছে—আগে যাচ্ছে, যারা পরে আছে—পরে যাবে।

গৌরী। (কিছু না বুঝিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল) যাবে?

মানব। নিশ্চয় যাবে। তোমার বাবা আগে ছিল—গেছে।

আর যে সব স্বনামধন্য সুবিধেবাদী মহাপুরুষের দল পরে আছেন—তাঁরা পরেই যাবেন।

[মানব উত্তেজিত ভাবে পায়চারী করিতে লাগিল। তারপর নিজেকে দমন করিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল]

মানব। কিন্তু আর আমাদের অপেক্ষা করা চলবে না গৌরী। মাসীমার হুকুম, তোমার দেখা পাওয়া মাত্রই তোমাকে আশ্রমে নিয়ে যেতে হবে।

গৌরী। কে মাসীমা ?

মানব। বাঃ ! ললিতা মাসীকে এর মধ্যেই ভুলে গেলে ?

গৌরী। না, ভুলিনি তো ! কোথায় আছে ললিতা মাসী ?

মানব। আমার বাড়ীতে। আমি সেখানে একটি beggers boarding অর্থাৎ অনাথ-আশ্রম খুলেছি, মাসী হ'ল তার লেডি-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। গিয়ে দেখবে চলোনা, কী কাণ্ডটা হচ্ছে। কোথায় গেছে মাসীর হরিনামের ঝুলি, আর কোথায় গেছে তেলক-সেবা। মনের আনন্দে ভাত ডাল তরকারী রান্না করছে, আর পুষ্যিদের খেতে দিচ্ছে।

গৌরী। এত লোককে মাসী খেতে দিচ্ছে ?

মানব। হ্যাঁ।

গৌরী। কোথায় আপনি মাসীর দেখা পেলেন ?

মানব। থানার দারোগা যখন প্রমাণ অভাবে আমাকে মুক্তি

দিলেন, পথে বেরিয়ে দেখি মাসী। সঙ্গে ক'রে নিয়ে চলে এলাম।

গৌরী। কিন্তু মাসী এত টাকা পেলে কোথায় ?

মানব। ওই যে—বোকামী ক'রে আমার বাবা কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন—সেই টাকা।

গৌরী। চলুন, আমি এখুনি যাবো। কিন্তু—দাদা ?

মানব। আবার বলে দাদা! এই দাদার কথাটা তুমি মন থেকে তাড়াতে পারছো না কেন ? সর্ব্বদা মনে রেখো এটা তেরশো পঞ্চাশ। এই সালে মানুষ কুকুরের সঙ্গে ডাষ্টবিনে নেমে একসঙ্গে ভাত খুঁটে খাবে, মা সন্তান বিক্রী করবে, স্বামী স্ত্রীকে বিক্রী করবে।

গৌরী। বিক্রী করবে ?

মানব। হ্যাঁ। করবে কেন, করছে! আর কেন বিক্রী করছে জান তো ? (গৌরী মাথা নাড়িল) স্রেফ দুটো ভাতের জন্য। সন্তানের চেয়েও আজ বড় হয়েছে পেটের ক্ষিদে। যে—যে কোন দাম দিয়ে এই পেটের ভাত যোগাড় করতে পথে বেরিয়ে পড়েছে। লজ্জা নেই, সরম নেই, আব্রু নেই,—শুধু মাথার উপরে কোলকাতার বোবা আকাশ, আর নীচে পীচের কঠিন পথ, তারই মধ্য দিয়ে এই পরম নির্ব্বিরোধী জাতি—ছুটেছে মাটির সরা হাতে ক'রে 'ফ্যান দাও' 'ফ্যান দাও' চীৎকার ক'রে।

গৌরী। এর কি কোন প্রতীকার নেই ?

মানব। না। এরা শুধু ফ্যান দাও, ফ্যান দাও ক'রে চেঁচাবে—আর মরবে। এরা ভাতের জন্য দাবী করবে না, ফ্যানের জন্য কাঁদবে! জোর ক'রে কিছু চাইবে না—পাছে অধর্ম্ম হয়, মরবার সময় কারুকে অভিসম্পাত দিয়ে যাবেনা, পাছে নরকে যেতে হয়। এরা বাস করে মাটিতে, ভয় করে আকাশকে। এরা বাঁচতে বাঁচতে মরার কথা ভাবে, কিন্তু মরতে মরতে বাঁচার কথা ভাবে না। এদের ইহকালের জন্য ইহকাল নয়, পরকালের জন্য ইহকাল। এ জাতির দুর্ভাগ্যের প্রতীকার হবে কী ক'রে বল ?

[সুবিমল ও শেলী প্রবেশ করিল]

সুবিমল। প্রতীকার আছে, প্রতীকার আছে। শোন মানব!

মানব। উৎকর্ণ হয়েই আছি।

সুবিমল। শেলীর ইচ্ছে বিয়ের পরে তোমাকে নিয়ে ও বিলেত বেড়াতে যাবে। Pass-port যদি না পাওয়া যায়, তবে আলমোড়া কি নৈনীতাল যেখানে হোক গিয়ে তোমরা বছরখানেক থেকে আসবে। কেননা বাংলা দেশের এই crisisটা না কাটা পর্য্যন্ত—

মানব। আমরা গিয়ে আলমোড়া থাকলেই কি crisis কেটে যাবে ?

সুবিমল। না, তবে আর একটা সুবিধে আছে—এসব ব্যাপার-

গুলো তোমাকে চোখে দেখতে হবে না। কেন না, out of sight, out of mind.

মানব। না।

সুবিমল। কী না?

মানব। শেলীকে আমি বিয়ে করতে পারবো না।

গৌরী। কেন? দিদিরাণীকে আপনি—

মানব। চুপ করো। আমার জবাব কি পরিষ্কার হয়েছে?

[চুপচাপ]

শেলী। তাহ'লে তুমি আবার এলে কেন শুনি?

মানব। শুধু তোমাদের মনে করিয়ে দিতে যে আমরা এখনও একদম নিঃশেষ হ'য়ে যাইনি।

শেলী। তোমাদের নিঃশেষ হওয়ার ওপর আমাদের কিছু যায় আসে না। তুমি আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও! তোমরা বেঁচে থাকলেই বা কী, আর না থাকলেই বা কী?

মানব। পরে বুঝবে। শেলী দেবী, দিন আগত ঐ! যখন এই তেরশো পঞ্চাশ নামবে তোমাদের জীবনে। যখন জমীদারের হুকুম থাকবে, অথচ তামিল করবার চাকর থাকবে না, মাঠভরা ধান থাকবে, অথচ কাটবার লোক থাকবে না, সেদিন বুঝবে আমার কথা।

শেলী। সে রকম দিন যদি আসে, তখন বুঝবো। এখন

তুমি আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। তুমি আর কোনদিন আমাদের বাড়ীতে ঢুকবে না!

সুবিমল। তুমি তা'হ'লে শেলীকে বিয়ে করবে না?

শেলী। সে যোগ্যতা ওর কই দাদা? শিক্ষা দীক্ষা-সংস্কার ভুলে যে একটা চাষার মেয়ে নিয়ে মাতামাতি করে,—

মানব। (হাসিয়া) রাগের চোটে শেলীর কথাবার্ত্তাগুলো বড্ড সাধারণ হয়ে পড়ছে না? অতটা রেগোনা শেলী—চেহারা খারাপ হয়ে যাবে।

[মানব হাসিয়া উঠিল, শেলী ফুলিতে লাগিল]

সুবিমল। আচ্ছা আমি যদি গৌরীকে বিয়ে করি, তা'হ'লে শেলীকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে?

মানব। আছে।

সুবিমল। কেন?

মানব। যেহেতু গৌরীকে আমি ঠিক বিয়ে করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিনে। পথে ঘাটে সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলেই, বা তাদের সঙ্গে আলাপ করলেই যে তাদের বিয়ে করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। তা ছাড়া গৌরীর অন্য কাজ আছে।

সুবিমল। কী কাজ?

মানব। 'ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা'।

সুবিমল। আমার স্ত্রী হ'য়েও সে কাজ ও স্বচ্ছন্দে করতে পারবে।...

(মদ্য পান) তা ছাড়া তোমাদের জন্য আমি কী রকম ত্যাগ স্বীকার করছি সেটা ভেবে ছাখো !

মানব। বেশ। আমার কোন আপত্তি নেই, যদি গৌরীর মত থাকে। কী গৌরী ? বিয়ে করবে তোমাদের জমীদাব বাবুকে ?

গৌরী। না !

শেলী। কেন শুনি ?

গৌরী। আপনি রাগ করছেন কেন দিদিরাণী ? তাই কি কখনো হয় ? আপনারা যে আমাদের হুজুর, বাবা বলতেন—মর্ত্ত্যের ভগবান। ছি-ছি ওসব কথা শুনলেও পাপ হয় !

শেলী। শুনলেও পাপ হয়। হিপোক্রিট কোথাকার !

গৌরী। দিদিরাণী কী বলছেন—আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি নে—মানব বাবু !

মানব। উনি তোমার প্রশংসা করছেন। কিন্তু মানব বাবু নয়—মানব দা !

গৌরী। দাদা বলে ডাকবো আপনাকে ? বেশ, তাই ডাকবো।

সুবিমল। মানব ! তুমি যে আমাকে এমনভাবে অপমান করবে, তা ভাবিনি।

মানব। অপমান করিনি তো ! শুধু তোমার পরোপকারের অদ্ভুত খেয়ালটাকে সমর্থন করলাম না। Nothing more !

শেলী। তোমার কোন কথা আমরা শুনতে চাই না। তুমি যাবে কিনা ?

মানব। নিশ্চয় যাব।

শেলী। তবে যাও! Get out!

[দরজা খুলিয়া দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গর্জ্জন শোনা গেল, দেখা গেল বাহিরে প্রচণ্ড দুর্যোগ]

সুবিমল। ওরে শেলী, এই জল-ঝড়ে ওদের যেতে দিসনে!

শেলী। (দরজা ধরিয়া) Get out!

সুবিমল। শেলী!

শেলী। Get out!

মানব। (হাসিয়া) এস গৌরী!

[গৌরী উঠিয়া গিয়া সুবিমলকে প্রণাম করিল। সে টেবিলে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল। গৌরী শেলীর কাছে গিয়া প্রণাম করিতেই সে তাহাকে Get out বলিয়া লাথি মারিতেই সে মুখ থুবড়িয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। মানব গিয়া তাহাকে তুলিল। সে মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতেছিল]

মানব। Good night to you all. একটা মন্বন্তরে জাতি মরে না শেলী, তা' মরলে এতদিন পৃথিবীতে বাঙালী থাকতো না; আজকের দুর্য্যোগ কাটিয়ে উঠে যেদিন এরা তোমাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে, সেদিন কিন্তু তোমাদের দুর্দ্দিন। আমার এ কথাটা মনে রেখো। এস গৌরী!

[বাহির হইয়া গেল। ঘর ভরিয়া একটা থমথমে স্তব্ধতা। বাহিরে ঝড়-জলের শব্দ। শেলী চুপ করিয়া সেই দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ সুবিমল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর চীৎকার করিয়া বলিল]

সুবিমল। Fool! Fool! the greatest fool!

[টলিতে টলিতে উঠিয়া গিয়া সেই ঝড়-জলের সম্মুখে খোলা দরজার উপর দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল]

সুবিমল। I say মানব, you are a fool! fool! A big fool!

[চীৎকার করিতে লাগিল। চীৎকারের উচ্চ শব্দের সহিত মিউজিক উচ্চতম গ্রামে উঠিয়া অকস্মাৎ থামিয়া গেল। দেখা গেল তেরশো পঞ্চাশের সর্ব্বশেষ যবনিকা পড়িয়াছে]
